ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-170 ■ 29 March, 2025 ■ আগরতলা ২৯ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ১৫ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সহায়তার আশ্বাস মোদীর

মায়ানমার - থাইল্যান্ডে ভূমিকম্পে মৃত্যু একাধিক, নিখোঁজ বহু, ভাঙ্গল বহুতল

কম্পনের মাত্রা ৭.৭ প্রভাব বাংলায়

মান্দালয়, ২৮ মার্চ (হি.স.)।। শুক্রবার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প মায়ানমারে। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ৭.৭ এবং দ্বিতীয়টির মাত্রাও প্রায় ৭। এমনটাই জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশেও। মায়ানমারের ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। একটি মসজিদে প্রার্থনা চলার সময় একাংশ ভেঙে পড়লে ঘটনাস্থলেই ওই তিনজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ককে বাড়ি ভেঙে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, অনেকেই নিখোঁজ বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ককে বেশ কিছু আকাশচুম্বী বাড়িতে ফাটল ধরেছে, নয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, শুক্রবার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প মায়ানমারে। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ৭.৭ এবং দ্বিতীয়টির মাত্রাও প্রায় ৭। এমনটাই জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশেও।

এই বিপর্যয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের ভূমিকম্প পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। সকলের নিরাপত্তা এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। ভারত সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত। এই বিষয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও, বিদেশ মন্ত্রককে মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, শুক্রবার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প মায়ানমারে। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ৭.৭ এবং দ্বিতীয়টির মাত্রাও প্রায় ৭। এমনটাই জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় সত্যতা স্বীকার করলেন মন্ত্রী

গান্ধীগ্রাম ফার্মে ৫০ শতাংশ মুরগির মৃত্যু, বার্ড ফ্লু'র আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। রাজ্যে মুরগির ফার্মে বার্ড ফ্লু - এর আতঙ্ক লক্ষ্য করা গেছে। বিগত কিছু দিনে গান্ধীগ্রাম ফার্মে প্রায় ৫০ শতাংশ মুরগি মারা গেছে। আজ বিধানসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে সুদীপ রায় বর্মনের কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বলেন এ ধরনের বিষয়টি গান্ধীগ্রাম ফার্মে লক্ষ্য করা গেছে। সেটি বার্ড ফ্লু হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। দপ্তর নিয়মিত বিষয়টি নজরদারিতে রেখেছে। এ ধরনের কিছু ধরা পড়লে প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী। বার্ড ফ্লু এর আভাস ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জাত ইস্যুতে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ

বিরোধী দলনেতা রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন ঃ মুখ্য সচেতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বর্তমানে জাত ইস্যুতে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই বাজেট অধিবেশন বয়কট করেছে। শুক্রবার ফের জিতেন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে স্পস্টিকরণ দিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরবর্তীতে বিধায়িকার বক্তব্যকে খন্ডন করেন বিরোধী দলের নেতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিধায়িকা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। বিরোধী দলনেতার বক্তব্যগুলিকে অসত্য বলে অভিযোগ করেন বিধায়িকা। এদিন তিনি বলেন, মুখ্য সচেতকের গাড়ি চড়বেন না বিরোধী দল নেতা, স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন তিনি। এর মাধ্যমে বিধায়িকাকে অপমান করেছেন বিরোধী দলনেতা।

এছাড়াও তিনি বলেন মুখ্য সচেতকের জন্য যে গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে সেই গাড়িতেই চরেন তিনি। বিরোধী দলনেতা গাড়ি দাবি করার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে অধ্যক্ষ গাড়ি বিরোধী দলনে তাকে বরাদ্ধ করেছিলেন। ফলে গাড়ি নিয়ে যে মন্তব্যগুলো করেছেন বিরোধী দলনেতা সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই বলে দাবি বিধায়িকার। এছাড়াও জিতেন্দ্র চৌধুরী অবৈধভাবে কোন জিনিস নেননি বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন। এই উত্তরকে খন্ডন করে বিধায়িকা বলেন তিনি নিজ বক্তব্য কখনো উল্লেখ করেননি তিনি অবৈধভাবে কিছু নিয়েছেন। বিরোধীদের কিভাবে এই সরকার সম্মান দিচ্ছে সেই বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন বিধায়িকা। বিরোধীদের গণতন্ত্র হরনের প্রশ্ন কেও খণ্ডন করেন বিধায়িকা। উনি বলেন বর্তমান আমলে বিরোধীদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়। তাদের প্রাপ্যটা তাদের কাছে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু আগে বিরোধীদের বেছে বেছে শুধুমাত্র খারাপ জিনিসটাই দেওয়া হত। তাই বর্তমানে বিরোধীদের তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিচ্ছে সরকার। বিরোধী দলনেতা যে বক্তব্যগুলিতে তুলছেন সেগুলি সম্পূর্ণই অসত্য বলে দাবি করলেন মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।

জমি দুর্নীতি ঃ বিধানসভায় সরব সুদীপ, সিবিআই তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। জমি দূর্নীতি নিয়ে বিধানসভায় বোমা ফাটালেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর অভিযোগ, গোটা ত্রিপুরায় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি, জমি মাফিয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরাও জড়িত রয়েছেন। তাই এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আজ বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, গত ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সিপাহীজলার ডিএম রাজ্য সরকারের নিকট জমি দুর্নীতির নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। ওই চিঠিতে ১৪০০ কানি জায়গার দুর্নীতির বিষয়ে উল্লেখ্য করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি, ওই চিঠিতে জমি মাফিয়াদের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট দফতরের দুইজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর নামও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চিঠি দেওয়ার ২২ দিনের মাথায় তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁর অপরাধ সাধারণ মানুষ হয়ে জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। ওই চিঠিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

ডাবল ইঞ্জিন সরকার সবার জন্য গুণমান সম্পন্ন জীবন নিশ্চিত করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়ের পেশ করা বাজেট জনমুখী বাজেট। এই বাজেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ' বিকশিত ভারত ২০৪৭' ভিশন প্রতিফলিত হয়েছে। মহিলা, যুব সমাজ, দিব্যাঙ্গ, জনজাতি, তপশিলী, কর্মচারী সহ সকল অংশের মানুষের কল্যাণে এই বাজেট করা হয়েছে। এই বাজেট প্রবৃদ্ধি, কল্যাণ ও আর্থিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

শুক্রবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে পেশ করা বাজেট নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন দীর্ঘ আলোচনায় বাজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, আমজনতার সার্বিক কল্যাণকে ভাবনাচিন্তায় রেখে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এজন্য অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ও তাঁর গোটা টিমকে ধন্যবাদ জানাই। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই রাজ্যে আসছেন রাহুল ঃ আশিষ সাহা

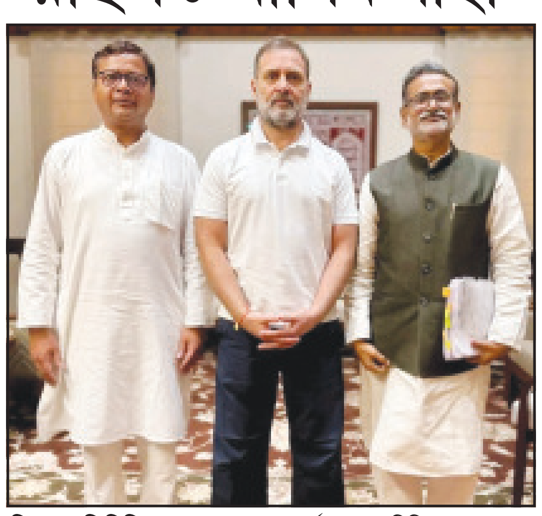

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। আজ দিল্লিতে জননেতা রাহুল গান্ধীর সাথে দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা।

এদিনের এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানিয়েছেন, উনার সাথে রাজ্যের সাংগঠনিক বিষয়, রাজ্যে সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি, রাজ্যের এবং আদিবাসী ভাইবোনদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। উনাকে রাজ্যে আসার আমন্ত্রণ জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। উনি বলেছেন, খুব শীঘ্রই উনি রাজ্যে আসছেন এবং তার জন্য ইনচার্জকে তার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আদেশ দেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ তথা সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর উলাকা।

বিধানসভায় তথ্য

৯১৯ টি খাস সম্পত্তি ওয়াকফের নামে নথিভুক্ত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। ৯১৯ টি খাস সম্পত্তি ওয়াকফের নামে নথিভুক্ত করার প্রয়াস বর্তমান সরকারের রয়েছে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় বিধায়ক বিরজিৎ সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের জাবানে এমনটাই জানিয়েছে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর।

ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরায় ওয়াকফ সম্পত্তির সংখ্যা হল ১৮৯৯ টি। এই ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে ৯৮০ টি সম্পত্তি ওয়াকফের নামে বা মোতাওয়ালির নামে নথিভুক্ত আছে এবং বাকি ৯১৯ টি সম্পত্তি খাস খতিয়ানে নতিভুক্ত আছে এবং খাস খতিয়ানের মন্তব্যের কলমে লিখা রয়েছে মুসলিম জনসাধারনের ব্যবহায্য। ১৮৯৯ টি ওয়াকফ সম্পত্তির শ্রেণী বিন্যাস হল:- মসজিদ- ৬০২ টি, কবরস্থান- ৯২০ টি, ইদগাহ- ৫৫ টি, দরগাহ- ৫টি, পিরস্থান- ৪৭ টি, মকতব/মাদ্রাসা- ৫৭ টি, অন্নান্য (জমি, পুকুর)- ২১৩ টি।

তাছাড়া, ১৯৬০ সনের আরম্ভ হওয়া জরিপে এবং ১৯৮০ সনের পুনঃ জরিপে উপরিউক্ত ৯১৯ টি সম্পত্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রজনীসর্দার পাড়ায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ মার্চ।। কল্যাণপুর থানা এলাকার রজনী সর্দার পাড়া এডিসি ভিলেজে এক জনজাতি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মৃত ব্যক্তির নাম দেবাশীষ দেববর্মা।বয়স পঁয়তাল্লিশ। তার বাবার নাম আনন্দ দেববর্বা।

পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির বাড়ী গোবিন্দ কোবড়া পাড়া এলাকায়। রজনী সর্দার পাড়া সংলগ্ন বিশালকার ধানি জমির পরিত্যক্ত স্থানে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরের ভেতরে বিষধর সাপ, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ মার্চ।। রাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত পুরান রাজবাড়ী থানার সংলগ্ন নেতাজী পাড়া এলাকার বিভাস চক্রবর্তীর নিজ বাড়িতে গতকাল রাত প্রায় ৯ টার দিকে একটি বিষধর কিং কোবরা সাপ প্রবেশ করায় পরিবারসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ করেই সাপটিকে দেখে বিভাস চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যরা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বন বিভাগের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, তবে রাতের আঁধারে সাপটি লুকিয়ে যায়, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এরপর শুক্রবার সকালে পুনরায় রাজনগরের বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। টানা দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় বন বিভাগের কর্মীরা সফলভাবে কিং কোবরা সাপটিকে উদ্ধার করেন। উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঠিকাদারী কাজ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ মার্চ।। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন ফের টেন্ডার সন্ত্রাস বিশালগড়ে। সম্প্রতি বিশালগড় মহকুমা পূর্ত দপ্তরের দ্বারা আহূত বিশালগড় বিধানসভা এলাকার দুটি রাস্তার সংস্কারের ৯১ লক্ষ এবং ৮২ লক্ষ টাকার টেন্ডার বের হয়।

উক্ত কাজ দুটি পায় বিশালগড় অফিসটিলা এলাকার ঠিকাদার গৌতম সাহা। অভিযোগ কাজগুলো গৌতম সাহা পাওয়ার পর থেকেই বিশালগড়ের কতিপয় সমাজদ্রোহীরা কাজ দুটির টেন্ডার তুলে নেওয়ার হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু করে ঠিকাদারকে। বিশালগড় বাইপাস এলাকায় ঠিকাদার গৌতম সাহার গাড়ি আটকে এতে আক্রমণ চালায় সমাজদ্রোহীরা। লোহার রড সাবল লাঠি সোটা দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয় গাড়িতে। ঘটনাস্থল থেকে কোনক্রমে প্রান বাঁচিয়ে বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন গৌতম সাহা ও তার সহকারী বিভাষ সিনহা।ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করে ঠিকাদার গৌতম সাহা। অপরদিকে যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে পরবর্তী সময়ে অভিযোগ কারীরেও বিশালগড় থানায় ঠিকাদার গৌতম সাহার বিরুদ্ধে একাংশ যুবকদের বিশালগড় বাইপাস এলাকায় গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ এনে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করে। বিশালগড় থানায় মামলা পাল্টা মামলা করা হয়।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।এক দিকে বিধানসভায় চলছে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন। অন্যদিকে নিগো মাফিয়াদের বারবারন্তে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলো বিশালগড়ের শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য ৩২ হাজার ৪২৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত ২১ মার্চ অর্থমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ।। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ ''দ্য ত্রিপুরা প্রোপ্রিয়েশন বিল, ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-২ অব ২০২৫) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য বিলটি উত্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বিলটি উত্থাপনের পর সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

জাগরণ আগরতলা,২৯ মার্চ, ২০২৫ইং
১৫চৈত্র, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

বিনামূল্যে সুরক্ষিত চাল বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মাধ্যমে এই চাল জনগণের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের আওতাভুক্ত গরিব মানুষ প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৫ কেজি চাল পাইতেছেন। আবার কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক, সস্তায় চাল ও আটা বিক্রি করিতেছে এই মর্মে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন হইয়াছে। উদ্দেশ্য সরকারি গুদাম থেকে খোলা বাজারে শস্য বিক্রি করিয়া দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা। খরিফ মরশুমের ধান কাটা হইয়াছে, কৃষি মন্ত্রকের আশা, ভালো বর্ষার কারণে ২০২৪-২৫ খরিফ মরশুমে প্রায় ১২ কোটি টন চাল উৎপাদন হইতে পারে। বাজারে চালের সরবরাহ বাড়িবে। ফলে দামও কমিবে। তবে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া দেশবাসীর দুর্ভোগ বাড়াইতেছে সবজির মূল্যবৃদ্ধি। সরকার উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় কিয়স্ক করিয়া টম্যাটো, পেঁয়াজ সহ আনাজ বিক্রি করিয়াছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিকে বিশেষ বাগে আনিতে পারেনি। ফলে ভরতুকিতে শুধু চাল এবং আটা বিক্রি করিয়া সামগ্রিক ভাবে দামের ঝাঁজ কতটা নিয়ন্ত্রণে আসিবে, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। প্রতিদিন দাম বাড়িতেছে আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টম্যানটো, কাঁচা লঙ্কা ও অন্যান্য সবজির। লাফাইয়া

দাম বাড়িতেছে ডাল, তেল, নুন, ওষুধ সহ বিভিন্ন জিনিসের। যাহার প্রভাব পড়িয়াছে সংসার খরচে এবং উদ্বেগ বাডড়িয়াছে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করিয়া যাঁহারা দিন আনেন দিন খান।এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে তলানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। নিম্ন আয়ের মানুষরা যাহা উপার্জন করিতেছেন তাহার পুরোটাই জীবনধারণের জন্য খরচ হইয়া যাইতেছে। ফলে চিকিৎসা, শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করার মতো অতিরিক্ত কিছু থাকিতেছে না।

'জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস' বা এনএসও প্রকাশিত তথ্যে দেখা গিয়াছে, খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার এবছর ৫.৪৯ শতাংশে পৌঁছিয়াছে যাহা গত নয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। সাধারণ মুদ্রাস্ফীতিতে, খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির অংশ ৪০ শতাংশের বেশি তাই খাদ্যদ্রব্যের (বিশেষ করে ফল ও সবজির) দাম বৃদ্ধির কারণেই মুদ্রাস্ফীতির এই ঊর্ধ্বগতি। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ৯.২৪ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২৩ সালের যাহা ছিল ৬.৬৩ শতাংশ। ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন সার্ভিসেস অব ইন্ডিয়া লিমিটেড বা ক্রিসিল-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতির জন্য সবজি, ফল, চিনি এবং ডালের দামের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকেই দায়ী করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়িবে। বৃষ্টির খামখেয়ালিপনা, ফসল ওঠার আগে হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি, দেশের অনেক জায়গায় বন্যা এই সব কারণে ফসলের উৎপাদন কমিয়াছে। বিশেষ করিয়া নষ্ট হইয়াছে সবজি। ফলে জোগানের অভাবে স্বাভাবিক কারণেই দাম বাড়িবে সবজি সহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের। এর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বিশ্বব্যাপী ভোজ্যতেলের দাম বৃদ্ধি। এছাড়াও পশ্চিম এশিয়ার অশান্তি ইতিমধ্যেই বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দামকে বাঢ়ড়াইয়া রাখিয়াছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে না থাকিলে বিশেষ করিয়া গরিব ও মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ আরো ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। এ বিষয়ে সরকারকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

পান্ডবেশ্বরে যুবকের রহস্যমৃত্যু: গ্রেফতার দম্পতি ও পুলিশের ওপর হামলায় ধৃত ১৫

দুর্গাপুর, ২৮ মার্চ (হি.স.) : পান্ডবেশ্বরে প্রেমিকার বাড়িতে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পান্ডবেশ্বরের কুমারডিহিতে এক মহিলার বাড়ি থেকে পল্লব বাউরী (২২) নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যদের না জানিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখায়। এলাকায় ভাঙচুর ও পুলিশের ওপর ইট-পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। এতে ডিসি অভিষেক গুপ্তা-সহ ৪ পুলিশ কর্মী আহত হন।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে। ঘটনার জেরে গোটা গ্রাম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি, যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের বাবা। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সঞ্জয় রুইদাস ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার আদালত ওই দম্পতিকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশের ওপর হামলায় ধৃত ১৫ জনকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানান, 'গ্রামে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

আগামী হাজার বছরেও ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি দেখছেন না ভাইচুং, বদল চান তৃণমূল স্তরে

সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার প্রধান হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ভাইচুং ভুটিয়া। কিন্তু কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে ভোটে হেরে সেই সুযোগ পাননি। তবে কার্যকরী কমিটির সদস্য হয়ে রয়ে গিয়েছেন। সর্বভারতীয় সংস্থার ভিতরটা যত দেখেন, তত ভয় করে ভাইচুংয়ের। এমন চলতে থাকলে আগামী ১০০০ বছরেও দেশের ফুটবলের কোনও উন্নতি দেখছেন না ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভাইচুং বলেন, "ভিসিয়ন ২০৪৭ খাতায় কলমে আছে। কল্যাণ চৌবে এটা খাতায় কলমেই রেখেছে। এমন চলতে থাকলে ২০৪৭ নয়, ৩০৪৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার শুধু কথা বললে হবে না, কাজেও করে দেখাতে হবে।" দেশের ফুটবলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ভাইচুং। তিনি বলেন, "আমি মর্মাহত। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটিতে আছি। কিন্তু এখানে লোক জনদের পরিকল্পনা শুনলে সত্যি খুব ভয় করে। আমাদের এমন লোক জন প্রয়োজন যারা কাজের প্রতি দায়বদ্ধ। দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন লোক প্রয়োজন। তৃণমূল স্তরে কাজ করতে হবে আমাদের। আমি জানি এখন কেমন কাজ হয়। চাপ তৈরি হলে রাজ্যগুলি তৃণমূল স্তরে কাজ করে। অনূর্ধ-১৩, অনূর্ধ-১৫ ফুটবলারদের নিয়ে কাজ হয়। কিন্তু সেটা ১৫ থেকে ২০ দিনের জন্য মাত্র। মুখে বলা হয় আমার রাজ্য থেকে ২৫০০ জন ফুটবলারকে নিয়ে কাজ হয়েছে, ১০০০ জন ফুটবলারকে নিয়ে কাজ হয়েছে। কিন্তু সেটা খুব বেশি হলে ২০-২৫ দিনের জন্য। সারা বছর এই বাচ্চাগুলো কী করে? কোথায় যায় তারা? কিচ্ছু করে না। ১১ মাস কিছুই করে না। কিন্তু এই ২৫০০ বা ১০০০ ফুটবলার নিয়ে কাজ করার জন্য একে অপরের পিঠ চাপড়ানো হয়। এই ভাবে বাচ্চাদের উন্নতি সম্ভব? এটা তৃণমূল স্তরের ফুটবল?"ভারতীয় ফুটবলারদের বিদেশি ক্লাবে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন ভাইচুং। তিনি নিজে একসময় বিদেশে গিয়ে ফুটবল খেলেছেন। ভাইচুং বলেন, "ভারতের বাইরে গিয়ে খেলতে হবে।

পাইজোবিদ্যুৎ, তেজস্ক্রিয়তা ও পিয়ের কুরি

পাইজোবিদ্যুতের আবিষ্কারক তিনি। মেরি কুরির তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি পিয়ের কুরি। গবেষণাগারের সামান্য এক সহকারীর অসামান্য হয়ে ওঠার গল্প

প্রদীপ দেব

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে বিশেষ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত আছে ফ্রান্সের কুরি পরিবার। কারণ, এই পরিবারের পাঁচ সদস্য ছয়টি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। মেরি কুরিকে সারা পৃথিবী চেনে নোবেলজয়ী প্রথম নারী হিসেবে। মেরি কুরি এখন পর্যন্ত একমাত্র নারী, যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে ও ১৯১১ সালে রসায়নে। রেডিওঅ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার এবং গবেষণার জন্য ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হেনরি বেকোয়ারেল (প্রচলিত বানানে লেখা হয়, বেকরেল), পিয়ের কুরি ও মেরি কুরি। তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য মেরি কুরিকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯১১ সালে। পিয়ের কুরি যদি সে সময় বেঁচে থাকতেন, তিনিও আরেকটি নোবেল পুরস্কার পেতেন। কারণ, রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য মেরি কুরির সঙ্গে তিনিও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন দিনের পর দিন। পিয়ের ও মেরি কুরির প্রথম সন্তান আইরিন কুরি ও তাঁর স্বামী ফ্রেদেরিক জুলিও কুরি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৩৫ সালে। জীবদ্দশায় পিয়ের কুরি মেরির চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে। মেরি কুরির সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই তিনি আবিষ্কার করেছেন ক্রিস্টালের পাইজোইলেকট্রিক ধর্ম। আবিষ্কার করেছেন চৌম্বক পদার্থে তাপমাত্রার প্রভাব।

চিকিৎসক ইউজিন কুরি ও মিসেস সোফিয়েক্লেরা দেপাউলির দ্বিতীয় সন্তান পিয়ের কুরির জন্ম প্যারিসে, ১৮৫৯ সালের ১৫ মে। পিয়েরের বড় ভাই জাকো তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড়। ছোটবেলা থেকে ভীষণ হাসিখুশি, আনন্দ আর স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন পিয়ের। বাবা ইউজিন ডাক্তারি পাস করে প্যারিসের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে কাজ শুরু করেন। ডাক্তারি প্র্যাকটিসের বদলে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে রকম কোনো সুযোগ না পেয়ে জীবিকার তাগিদে রোগী দেখার কাজ শুরু করতে হলো। নিজের ব্যক্তিগত সুখের কথা কখনোই ভাবতেন না চিকিৎসক ইউজিন। খুব সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মানুষটি নিজের ছেলেদের ভেতরও সেই পরার্থপরতার উন্মেষ ঘটাতে পেরেছিলেন। তখনকার ফ্রান্সের প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থা ছিল না ইউজিনের। তিনি তাঁর ছেলেদের স্কুলে পাঠাননি এক দিনের জন্যও। বাড়িতেই তাঁদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন উন্মুক্ত পরিবেশে। ধরতে গেলে যা ভালো লাগে, তা---ই পড়েছেন তাঁরা ছোটবেলায়। আর সেভাবেই লেখাপড়ার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে প্রকৃতির প্রতিও।

১৪ বছর বয়সে পিয়ের বাড়িতে গণিতের শিক্ষক হিসেবে পেলেন ফ্রান্সের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ আলবার্ট ব্যাজিলকে। অধ্যাপক ব্যাজিল পিয়েরের মধ্যে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন। পিয়েরের লেখাপড়া দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল। ১৬ বছর বয়সে এইচএসসির সমতুল্য পরীক্ষায় পাস করে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন পিয়ের। ১৮ বছরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য ডিগ্রি পেয়ে গেলেন। গবেষণা করার জন্য পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু বাড়িতে টাকাপয়সার অভাব খুব। বড় ভাই জাকো সরবোনের খনিজবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন। পিয়েরও পদার্থবিদ্যার ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সহকারী পদে যোগ দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের শেষে নিজেদের গবেষণা শুরু করলেন পিয়ের ও জাকো। তিন বছরের মধ্যে তাঁরা দুই ভাই মিলে পদার্থবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পাইজোইলেকট্রিক ইফেক্ট আবিষ্কার করে ফেললেন। গ্রিক শব্দ 'পাইজো' মানে চাপ দেওয়া। তাঁরা দেখলেন, কিছু কিছু ক্রিস্টালে চাপ প্রয়োগ করলে বৈদ্যুতিক বিভব তৈরি হয়। আবার বিপরীতক্রমে যখন একই ক্রিস্টালকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয়, তখন ক্রিস্টালের ওপর চাপ তৈরি হয়ে তা সংকুচিত হয়ে যায়। পদার্থবিজ্ঞানের সাম্যতার তত্ত্বে এটা নতুন সংযোজন। পাইজোইলেকট্রিক থিওরি কাজে লাগিয়ে পিয়ের ও জাকো তৈরি করলেন কোয়ার্টজ ইলেকট্রোমিটার, যা অতি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎপ্রবাহও মাপতে পারে। বর্তমানে কোয়ার্টজ ঘড়ি, মাইক্রোফোন, ট্রান্সডিউসারসহ অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে পাইজোইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করা হয়। সরবোন ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পিয়ের কুরির বেতন ছিল যাচ্ছেতাই রকমের কম। তা ছাড়া তাঁর কাজেরও কোনো

একাডেমিক স্বীকৃতি নেই। তিনি ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ খুঁজছিলেন, যেখানে কমপক্ষে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার সুযোগ থাকবে, থাকবে গবেষণাগারের সুবিধা। ১৮৮৩ সালে ইকোল মিউনিসিপ্যাল দ্য ফিজিকস অ্যাট কিমিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়েলসে (ইপিসিআই) যোগ দেন পিয়ের। সরবোনের মতো বড় প্রতিষ্ঠান নয় এটা, তবে কাজের স্বাধীনতা আছে। পরীক্ষামূলক কাজ করার সুযোগ বেশি না থাকায় পিয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের কাজে হাত দিলেন। চৌম্বকত্ব নিয়ে কাজ শুরু করলেন তিনি। পদার্থের চৌম্বক ধর্ম ও তাপমাত্রার মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন। একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ওপর গেলে চৌম্বক পদার্থের ধর্মের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। পদার্থবিজ্ঞানে এই তাপমাত্রাকে তাঁর নামানুসারে 'কুরি তাপমাত্রা' বলা হয়।

১৮৮৯ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে তিনি তৈরি করেন পিরিয়ডিক প্রিসিশান ব্যালান্স, যা দিয়ে অতিসূক্ষ্ম ভরের তারতম্য মাপা সম্ভব। মাইক্রোমিটারের কাঁটার সামান্য বিচ্যুতি, যা খালি চোখে দেখা যায় না, তা মাপার জন্য মাইক্রোমিটারের সঙ্গে মাইক্রোস্কোপের সংযোগ ঘটান তিনি। পরে মেরি কুরির সঙ্গে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কারের সময় বিশেষ কাজে লেগেছিল এই 'কুরি ব্যালান্স'।

১৮৯৪ সালে পিয়ের যখন চৌম্বক পদার্থের ধর্মের সঙ্গে তাপমাত্রার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছিলেন, সে সময় একদিন সরবোনের অধ্যাপক জোসেফ কাওয়ালস্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সরবোনের কৃতী ছাত্রী মারিয়া স্ক্লোদভস্কা ওরফে মেরির। মেরির মেধা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন পিয়ের কুরি। অচিরেই তাঁদের যৌথ বৈজ্ঞানিক আলোচনার সঙ্গে শুরু হয় ব্যক্তিগত সম্পর্কও।

১৮৯৫ সালের মার্চে পিয়ের কুরি 'ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ অব বডিজ অ্যাট ডাইভার্স টেম্পারেচার' শীর্ষক থিসিস জমা দিলেন সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিকস ডিপার্টমেন্টে। জুনে কৃতিত্বের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে গেলেন পিয়ের। তার কয়েক দিন পরই মেরি ও পিয়েরের এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। ১৮৯৫ সালের ২৬ জুলাই পিয়েরের মা-বাবার বাড়ির কাছে সসো টাউন হলে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হলো মেরি ও পিয়েরের। পোল্যান্ডের মারিয়া স্ক্লোদভস্কা হয়ে গেলেন ফ্রান্সের মেরি কুরি।

১৮৯৬ সালের শেষের দিকে মেরি যোগ দিলেন প্যারিসের একটি মেয়েদের স্কুলে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে। ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে জন্ম নেয় পিয়ের ও মেরির প্রথম কন্যা আইরিন। তার দুই সপ্তাহ পর পিয়েরের মায়ের মৃত্যু হয় স্তন ক্যানসারে। পিয়েরের বাবা তখন চলে আসেন পিয়ের আর মেরির বাসায়। ছোট আইরিনকে দেখাশোনার দায়িত্ব তুলে নেন নিজের হাতে।

১৮৯৪ সালে পিয়ের যখন চৌম্বক পদার্থের ধর্মের সঙ্গে তাপমাত্রার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছিলেন, সে সময় একদিন সরবোনের অধ্যাপক জোসেফ কাওয়ালস্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সরবোনের কৃতী ছাত্রী মারিয়া স্ক্লোদভস্কা ওরফে মেরির

পিয়ের ক্রিস্টালের গঠনের ওপর চৌম্বকত্বের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন। মেরি পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেট করার জন্য উপযুক্ত বিষয় খুঁজছেন। মেরির আগে শুধু ফ্রান্সে নয়, পুরো ইউরোপেই কোনো মেয়ে ডক্টরেট করেননি। পিয়ের সমানে উৎসাহ দিচ্ছেন মেরিকে। গবেষণা করার জন্য বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাপত্রগুলো পড়তে পড়তে একটা গবেষণার প্রতি মেরির গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হলো। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী হেনরি বেকোয়ারেলের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯৬ সালে। এর আগের বছর, ১৮৯৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেম রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। হেনরি বেকোয়ারেল চেষ্টা করছিলেন এক্স-রেকে কাজে লাগানোর। ফটোগ্রাফিক ফিল্মের ওপর এক্স-রে নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে বেকোয়ারেল দেখলেন, ইউরেনিয়াম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একপ্রকার রশ্মি নির্গত হয়, যা দৃশ্যমান আলোর চেয়ে শক্তিশালী। এই রশ্মি এক্স-রের মতোই শক্ত ধাতব পদার্থ ভেদ করে ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর ছাপ রাখতে পারে। কিন্তু এক্স-রে ও এই অজানা রশ্মি এক নয়।

বেকোয়ারেল এই সময় শুধু এতটুকু জানতেন যে অদৃশ্য শক্তিশালী রশ্মিগুলো বের হয়। কিন্তু রশ্মিগুলো কী বা কেন বের হয়, তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাননি। এমনকি বেকোয়ারেল নিজেও আর উৎসাহ দেখাননি। মেরি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এই রশ্মির উৎস সন্ধানে। সব অজানা প্রশ্ন যেন মেরির জন্যই অপেক্ষা করছিল। মেরি যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, সেই স্কুলের স্টোররুমটাকে গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি পেলেন। ছোট সে রুমটা এত স্যাঁতসেঁতে এবং ঠান্ডা যে অনেক যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করে না। তারপরও মেরি চেষ্টার ত্রুটি করেননি এতটুকু।

পিয়ের ও জাকো অনেক দিন আগে যে সুবেদী ইলেকট্রোমিটার বানিয়েছিলেন, মেরি সেটাকে কাজে লাগালেন বেকোয়ারেলের আবিষ্কৃত ইউরেনিয়ামের রশ্মিগুলোর শক্তিমাত্রা পরিমাপের জন্য।

দিনের পর দিন বিভিন্ন ধাতুর নমুনা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে মেরি দেখলেন, রশ্মিগুলোর শক্তিমাত্রা নির্ভর করে নমুনায় ইউরেনিয়ামের পরিমাণের ওপর। এই পরিমাণ যত বেশি হবে, রশ্মিগুলোর শক্তিমাত্রাও তত বেশি হবে। ইউরেনিয়ামের সঙ্গে কী মেশানো আছে বা নমুনাটি শুষ্ক কিংবা ভেজা, শক্ত কিংবা দানাদার, ঠান্ডা বা গরম কি নাএসব অনুষঙ্গের ওপর মোটেও তা নির্ভর করে না। শুধু নির্ভর করে নমুনায় কতটুকু ইউরেনিয়াম আছে, তার ওপর। ইউরেনিয়াম ছাড়া আর কোনো মৌল তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়ায় কি না, তা জানার জন্য মেরি সে সময় পর্যন্ত জানা সব কটি ধাতুই পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখলেন, ইউরেনিয়ামের মতো থোরিয়াম থেকেও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়। উৎসাহিত হয়ে মেরি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। এবার বিভিন্ন ধরনের যৌগ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন, যদি তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায়। বালু, পাথর, খনিজকিছুই বাদ গেল না। একদিন ঘটল অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা।

পিচব্লেন্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, ইউরেনিয়ামের চেয়ে চার গুণ শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হচ্ছে। মাপতে ভুল করলেন না তো? আবার পরীক্ষা করলেন। বারবার, ১০ বার, ২০ বারপ্রতিবারই একই ফল পাওয়া গেল। পরীক্ষা নির্ভুল। পিচব্লেন্ডে এমন কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল আছে, যা থোরিয়াম বা ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভিন্ন ও অধিক তেজস্ক্রিয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যেসব মৌলের কথা জানেন, সেসব মৌলের সব কটি তো তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তবে কি নতুন কোনো মৌলের সন্ধান পেতে চলেছেন তিনি? উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মেরি।

উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল পিয়েরের মধ্যেও। তিনি নিজের গবেষণা এক পাশে সরিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন মেরির গবেষণায় সাহায্য করতে। শুরু হলো দিনরাত্রি পরিশ্রম। ১৮৯৮ সালের ৬ জুন পাওয়া গেল একটি তেজস্ক্রিয় নতুন মৌল, যার তেজস্ক্রিয়তা ততটা শক্তিশালী নয়। তাহলে? আরও একটা মৌল নিশ্চয় আছে। আবার কাজ। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে পাওয়া গেল সেই অতি শক্তিশালী মৌল, মেরি যার নাম রাখলেন রেডিয়াম। আগে পাওয়া মৌলটির নাম রাখলেন জন্মভূমি পোল্যান্ডের নামানুসারে পোলোনিয়াম।

মেরি ও পিয়েরের আগে আর কেউ দেখেননি রেডিয়াম। একতাল পিচব্লেন্ডের মধ্যে একটিমাত্র বালুকণার মতো রেডিয়াম বর্তমান। তার শক্তিই এত! কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে গেলে তো মোটামুটি কিছু পরিমাণ রেডিয়াম আলাদা করা দরকার। তার জন্য তাদের দরকার প্রচুর পরিমাণ পিচব্লেন্ড। পিয়ের ও মেরি খুঁজতে লাগলেন, কোথায় পাওয়া যাবে প্রচুর পিচব্লেন্ড। জানা গেল, অস্ট্রিয়ার একটি কারখানায় বর্জ্য হিসেবে পিচব্লেন্ড পাওয়া যায়। তারা সেগুলো ফেলে দেয়। কিন্তু তাই বলে অন্য একটা দেশে গিয়ে টন টন পিচব্লেন্ড নিয়ে আসা তো সম্ভব নয়। সরকারি দপ্তরে অনেক দেনদরবার করে পিয়ের হাঙ্গেরি সরকারের অনুমোদন পেলেন কয়েক টন পিচব্লেন্ড নিয়ে আসার। হাঙ্গেরির কর্মকর্তারা মনে করলেন পিয়ের ও মেরি পাগল হয়ে গেছেন, তাই পয়সা খরচ করে মাটি নিয়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সে।

এদিকে আরেক সমস্যা দেখা দিল। মেরি স্কুলের যে ভাঙা শেডে এত দিন কাজ করেছেন, তা এত ছোট যে সেখানে কাজ করা তো দূরের কথা, পিচব্লেন্ড রাখার জায়গাও হবে না। কাজের জায়গা দরকার মেরি ও পিয়েরের। সব যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে সরবোন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন পিয়ের ও মেরি।

সরবোনের এলিট কর্মকর্তারা পিয়ের ও মেরিকে পাগল দম্পতি হিসেবে নামকরণ করে ফেলেছেন। সবাই আড়ালে হাসি---তামাশা করেন পিয়ের ও মেরিকে নিয়ে। তাঁরা কোনো সাহায্য করলেন না। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের নতুন পরিচালক প্রফেসর গ্যাব্রিয়েল আরও এককাঠি এগিয়ে গিয়ে ডিপার্টমেন্টে নোটিশ জারি করে দিয়েছেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ যেন পিয়ের-মেরির সঙ্গে কথা না বলেন। সরবোনের কোনো ল্যাবে জায়গা হলো না মেরি ও পিয়েরের।

শেষ পর্যন্ত উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মেরি ও পিয়েরকে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় যে জায়গাটি কাজ করার জন্য দিতে সম্মত হলো, তা একটা পরিত্যক্ত শেড, যা মেডিকেল ফ্যাকাল্টির মর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এখন তার ছাদ ফুটো, মেঝে ভাঙা। গরমের দিনে উত্তপ্ত চুলা হয়ে ওঠে ঘরটি, আর শীতে পানি জমে বরফ। উপায় না পেয়ে সেখানেই কাজ শুরু করলেন মেরি ও পিয়ের।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ আর শীতের তীব্র ঠান্ডায় বরফ হতে হতে মেরি আর পিয়ের কাজ করতে লাগলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। এক খাবলা পিচব্লেন্ড নিয়ে সোডার দ্রবণে মিশিয়ে সেদ্ধ করার পর পানিতে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় অংশ পৃথক করেন। পরে অদ্রবণীয় অংশকে অ্যাসিডে দ্রবীভূত করেন। তার সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে একটার পর একটা আলাদা করে ফেলেন। এভাবে বিরামহীন মিশ্রণ, দ্রবীভূতকরণ, তাপন, ছাঁকন, বিশুদ্ধকরণ, কেলাসন চলতে থাকল। যেকোনো মৌল আলাদা করার পর পিয়ের তাঁর ইলেকট্রোমিটারে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা মেপে দেখেন। পরীক্ষণীয় পিচব্লেন্ডের অবশেষ যতই কমতে থাকে, তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ততই বাড়তে থাকে। বস্তা বস্তা পিচব্লেন্ড ছেঁকে তাঁরা বিন্দু বিন্দু রেডিয়াম সংগ্রহ করতে লাগলেন। ১৮৯৯ সালে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯০২ সালে দীর্ঘ ৪৫ মাস পর কুরি দম্পতি এক ডেসিগ্রাম (১ গ্রামের ১০ ভাগের ১ ভাগ) পরিমাণ বিশুদ্ধ রেডিয়াম সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কারে। রেডিয়ামের উজ্জ্বল নীলাভ আলোর মতোই আলোকিত হয়ে উঠলেন মেরি ও পিয়ের কুরি।

এই গবেষণার ভিত্তিতে সরবোন ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরাল থিসিস জমা দিলেন মেরি। ১৯০৩ সালের ১২ জুন বিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক স্থাপন করলেন মেরি কুরি। শুধু সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পুরো ইউরোপের প্রথম নারী ডক্টরেট হয়ে। বছর শেষে আনন্দের সংবাদ আসে সুইডেনের নোবেল কমিটির কাছ থেকে। ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে হেনরি বেকোয়ারেল, পিয়ের ও মেরি কুরি।

পিয়ের অনেক বেশি খুশি হন এই সংবাদে। কারণ, এর কিছুদিন আগে নোবেল কমিটির এক সদস্য সুইডেনের গণিতবিদ ম্যাগনাস মিট্যাগ-লেফলার পিয়েরকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, নোবেল কমিটি নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করছে বেকোয়ারেল ও পিয়েরের নাম। মেরি কুরির নাম নেই কোথাও। মিট্যাগ-লেফলার বিজ্ঞানে মেয়েদের অংশগ্রহণের পক্ষে কাজ করেন। তিনি মেরির যোগ্য পুরস্কার থেকে মেরিকে বঞ্চিত করার চেষ্টা সহজে মেনে নিতে পারেননি। পিয়ের তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, তেজস্ক্রিয়তার কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্য হলে তা পিয়ের ও মেরি দুজনেরই প্রাপ্য। নোবেল কমিটি পিয়েরের চিঠিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এত অর্জনের পরও পিয়ের বা মেরির কোনো একাডেমিক স্বীকৃতি নেই। পিয়ের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরও ইপিসিআইর 'অধ্যাপক' নন, একজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান মাত্র। আর মেরি কুরি একটা মেয়েদের হাইস্কুলের ফিজিকসের শিক্ষক। এদিকে সারা পৃথিবীর প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়ে চলেছে মেরি ও পিয়েরের অর্জনের খবর। তার চেয়েও বেশি প্রচারিত হচ্ছে, তাঁরা কী রকম কষ্ট করে একটা ভাঙা শেডের মধ্যে গবেষণাকাজ চালিয়েছেন। ইপিসিআই কর্তৃপক্ষ পিয়ের কুরিকে দ্রুত অধ্যাপক পদে প্রমোশন দিল। ফরাসি সরকার নিজেদের লজ্জা ঢাকার জন্য পিয়েরকে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিলেন। পিয়ের সে প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আগে শর্ত দিলেন, তাঁর ল্যাবরেটরি লাগবে। সরকার শর্ত মেনে নিল। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পদ তৈরি হলো পিয়ের কুরির জন্য তাঁর জন্য অধ্যাপক পদ, আর মেরি কুরির জন্য তাঁর গবেষণা সহকারীর পদ।

মেরি কুরি

১৯০৪ সালের ৬ ডিসেম্বর মেরি ও পিয়েরের দ্বিতীয় কন্যা ইভ কুরির জন্ম হয়। আইরিন ও ইভকে নিয়ে বৃদ্ধ ইউজিন কুরির আনন্দে সময় কাটে। মেরি ও পিয়ের একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে ব্যস্ত। নোবেল পুরস্কারের টাকার একটা অংশ দিয়ে তাঁরা একটা গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। সরবোনে তেজস্ক্রিয়তা---সংক্রান্ত নতুন কোর্স তৈরি করছেন পিয়ের। মেরিও চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর রেডিয়ামের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছেন, গবেষণাপত্র রচনা করছেন।

১৯০৬ সাল এসে গেল। সরবোনে পিয়েরের ল্যাব এখনো তৈরি হয়নি। সরকারের নানা টালবাহানা চলছে তো চলছেই। পিয়ের ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ধনী লোকের কাছে আবেদনও করেছেন। কিন্তু তেমন কোনো সাড়া মেলেনি। বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করে সবাই, প্রশংসা করে কেউ কেউ, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নয়নে গাঁটের পয়সা খরচ করতে রাজি নয় কেউ।

১৯০৬ সালের ১৯ এপ্রিল দ্রুত রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন পিয়ের। একটি ঘোড়ার গাড়ির চাকায় থেঁতলে গেল তাঁর মাথা। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো তাঁর। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে থেমে গেল বিপুল সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী পিয়ের কুরির জীবন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার সিপিএমের এক প্রতিনিধিদল সদর মহকুমা দফতরে এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

শ্রীভূমিতে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ উৎসব উদযাপন করতে প্রশাসনিক সভা

শ্রীভূমি (অসম) ২৮ মার্চ (হি.স.) : সোমবার অনুষ্ঠিত ঈদ-উল-ফিতার উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করতে শুক্রবার শ্রীভূমির অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত আনিস রসুল মজুমদারের পৌরহিত্যে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলার ঈদগাহ কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত এই উৎসব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পুলিশ বিভাগ থেকে প্রতিটি ঈদগাহ বিশেষ করে সেটেলমেন্ট, শ্রীগৌরী, বদরপুর টাউন ঈদগাহ, দেউলিটিলা, আসিমগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে যেহেতু বিশাল জন সমাগম একত্রিত হয় তাই পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। উৎসবের সময় জনসাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে দিনে তিন বার জল সরবরাহ করা সুনিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি সেটেলমেন্ট টাউন ঈদগাহ ও দেওলিটিলা ঈদগাহে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি ঈদ উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের জন্য সব ঈদগাহ ও মসজিদ কমিটিকে যানবাহন চলাচল ও ভীড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় জনগন থেকে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে উৎসবের সময় যাতে জনগন সুষ্ঠু ভাবে চলাচল করতে পারেন এবং যান বাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ বিভাগের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ শাখা থেকে ট্রাফিক প্ল্যান তৈরি করা হবে। এতে দেওলিটিলা ঈদগাহ সড়কের পাশে পসরা সাজিয়ে বসা ভেন্ডররা যাতে স্বাভাবিক হাটা চলায় বাধা সৃষ্টি না করে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঈদ উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন থেকে প্রতিটি রাজস্ব চক্রে চক্র আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সভায় সহকারী আয়ুক্ত আলমগীর লস্কর, হাবিবুর রহমান চৌধুরী, বজলুর রহমান খান সহ বিভিন্ন ঈদগাহ ও মসজিদ কমিটির কর্তারা অংশ গ্রহণ করেন।

পান্ডুয়া চক্রবাক নাট্যপীঠের উদ্যোগে ৩৪ তম নাট্যোৎসবের সূচনা

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.) : পান্ডুয়া চক্রবাক নাট্যপীঠ সংস্থার আয়োজনে ৩৪ তম নাট্যোৎসবের সূচনা হয়েছে। আগামী তিনদিন ধরে তা চলবে। এই পর্বে সাতটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হবে।

উল্লেখ্য, পান্ডুয়া তেলিপাড়া মোড়ের নিকটেই সুকান্ত সদনে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পান্ডুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পারমিতা দেবনাথ, পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিরাজ চৌধুরী, সঞ্জয় ঘোষ, ডাঃ অসীম কালো রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্ডুয়া চক্রবাক নাট্যপীঠের সভাপতি দেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উদ্বোধনী পর্বে নাট্য দিবসের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পান্ডুয়া চক্রবাক নাট্যপীঠের সদস্য সায়ন ঘোষ। নাট্য দিবসের বাণী পাঠ করেন সদস্য সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী সমিত মল্লিক। প্রসঙ্গতঃ প্রয়াত কবি অরুণ চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত মঞ্চে অনুষ্ঠান হয়।

নতুন করে যাদবপুরে অচলাবস্থার আশঙ্কা

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): অস্থায়ী উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর অপসারণের ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আপাতত উপাচার্যহীন। তার ফলে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যপাল বোস ইতিপূর্বে রাজ্যের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। আরও ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ এখনও বাকি।

শুক্রবার রাজভবনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "২০২৪ সালের ২০ এপ্রিল অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্তকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তি জারির সময় থেকেই তা কার্যকর হবে। আচার্যের অনুমোদনে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।"

এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের দিকেও আঙুল তুলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পার্থ প্রতিম রায় এ দিন জানান, "রাজ্য সরকারকে আমরা জানিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা তৈরি করতে, দ্রুত নতুন সনদ চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ কিংবা 'কোর্ট'-এর এর মতো বিধিবদ্ধ কমিটিগুলি সচল করা। কিন্তু বছরের পর বছর রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় চালু হয়নি নতুন বিধি। এই মুহূর্তে কেবল স্থায়ী উপাচার্য নয়, স্থায়ী রেজিস্ট্রার, অর্থ অফিসার, ডিন, মুখ্য গ্রন্থাগারিক নেই ক্যাম্পাসে, নেই পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি অনুদান। এমন অবস্থায় উপাচার্যের অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করবে বলেই আশঙ্কা।"

তিনদিনের ১০ম নেজ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা আইসিসিআর-এ

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): নেজ ফাউন্ডেশন কলকাতা এবং ফোরাম ফর ফিল্ম স্টাডিজ অ্যান্ড এলায়েড আর্ট - এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতার আইসিসিআর-এ ১০ম নেজ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব - ২০২৫ এর সূচনা হয়েছে। এই চলচ্চিত্র উৎসবে ১০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের, ৪টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ও একটি অ্যানিমেশন ছবি প্রদর্শন করা হবে।

সিনেমা প্রেমীদের তা দেখার সুযোগ থাকছে দুপুর তিনটে, বিকেল পাঁচটা ও সন্ধে সাতটার তিনটি করে শো-এ। এদিন বিকেলে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রাভিনেত্রী ও মডেল রিচা শর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চিতে প্রযোজক মৌরিজিও পাগানেল্লি, নাতালিয়া চুলকোভা, ইতালির দুই অভিনেত্রী পাউলা বোনাচিনা ও ভিভি জয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজক সংস্থার তরফে সুদীপ রঞ্জন সরকার, রীতা ঝাওয়ার, রবীন ব্যানার্জি ও বরুণ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাইকেল সারানোর আড়ালে গ্যাস রিফিলিং, দুর্গাপুরে সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ আগুন

দুর্গাপুর, ২৮ মার্চ (হি.স.) : সাইকেল সারানোর দোকানের আড়ালে চলছিল গ্যাস রিফিলিং! শুক্রবার দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উইলিয়াম কেরি রোডে ছোটো সিলিন্ডারে গ্যাস রিফিলিংয়ের সময় সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে ভস্মীভূত হয় দুটি দোকান। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ওই সাইকেল সারানোর দোকানে গ্যাস রিফিলিং চলাকালীন সিলিন্ডারের পাইপ ফেটে যায়। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি মুদি দোকানে। মুদি দোকান মালিক মিলন মণ্ডল বলেন, "সকালবেলায় বিকট শব্দ শোনা যায়, তারপরই আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও আমার দোকান রক্ষা করা যায়নি।"

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, দোকানে বড় সিলিন্ডার থেকে ছোটো সিলিন্ডারে অবৈধভাবে গ্যাস রিফিলিং চলত, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এলাকায় থাকা একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও আগুনের ধোঁয়ায় চিকিৎসা পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সাইকেল দোকান মালিক রঞ্জিত খাঁ বেপাত্তা। দমকলের দুটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দোকান থেকে বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্গাপুর পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রাখি তিওয়ারি জানান, "স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে এমন বিপজ্জনক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।" দুর্গাপুর দমকল বিভাগ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

ঠাকুরনগরে দুদিনের বারুণি মেলা সম্পন্ন, ভিড় মতুয়াভক্তদের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): হরিচাঁদ ঠাকুরের ঠাকুরনগরে দুদিনের বারুণী মেলা সম্পন্ন হল। মতুয়াদের প্রবল ভিড় উপচে পড়ে এখানে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার থেকে মতুয়াভক্তদের পুণ্যস্নানের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। শুক্রবার সুষ্ঠুভাবেই তা সম্পন্ন হয়েছে। এই দুই দিন ধরে শিয়ালদা - বনগাঁ শাখায় শহরতলির ট্রেনগুলিতে ভিড় নজরে পড়ে। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পূর্ব রেলের এই শাখা।

কেলগ কলেজে মমতার সভায় অশান্তি, জেলায় জেলায় মিছিল তৃণমূল মহিলাদের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মাঝে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। অভিযোগ, বিশৃঙ্খলাকারীরা বামেদের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সদস্য। এর প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতা-সহ রাজ্যের জেলায় জেলায় মিছিল করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস।

এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করে তৃণমূল। নেতৃত্বে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা।

প্রসঙ্গত, অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 07/2023
Dated, 28th March, 2025

NOTIFICATION

Reference: - Advertisement No. 02/2024 (Item No-01 and 02) dated 20.01.2024
This is for information of all concerned that the results of the Common Written Examination held on 10.11.2024 for recruitment to the post of Senior Computer Assistant, Group-C Non-Gazetted under Directorate of Treasuries under Finance Department, Govt. of Tripura and Department of Industries and Commerce (Information Technology), Govt. of Tripura has been uploaded in www.tpsc.tripura.gov.in and the Common Interview/Personality Test of the provisionally qualified candidates will be held on and from 29th April, 2025.
For further details please visit www.tpsc.tripura.gov.in
The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

MOG, LAS)
(S SECRETARY, TPSC

পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির উদ্যোগে "হিন্দি সাংবাদিকতার ঐতিহ্য ও বাংলা" বিষয়ে আলোচনাসভা

মেদিনীপুর, ২৮ মার্চ (হি.স.): শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিন্দি সাংবাদিকতার ঐতিহ্য ও বাংলা' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং একাডেমির সভাপতি বিবেক গুপ্তার প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দীপক কুমার কর, রেজিস্ট্রার ড. জয়ন্ত কিশোর নন্দী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বরুণ মণ্ডল, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. প্রমোদ কুমার প্রসাদ, বক্তা মৃত্যুঞ্জয় শ্রীবাস্তব, প্রফেসর অঞ্জুমান আরা, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডঃ বিবেক সিং, কলকাতার আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতার অধ্যাপিকা ড. রীমা রায় প্রমুখ।

উপাচার্য ড. দীপক কুমার কর বলেন, ভারতের বিভিন্ন ভাষা আমাদের ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। হিন্দি সংযোগের ভাষা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি একাডেমির সদস্য ও আহ্বায়ক ডক্টর সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, বাংলা ও হিন্দির সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক। তিনি বলেন যে এক সময় বাংলা হিন্দি সাংবাদিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং আজ হিন্দি একাডেমি সেই ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সংযুক্ত করতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে ড. ইতু সিং বলেন, সাংবাদিকতার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজ, ভাষা ও দেশের সেবা। তিনি বলেন যে বাংলা থেকে পত্রিকাগুলি জনসাধারণের মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির বোধ জাগানোর জন্য প্রকাশিত হতো। ড. রেণু গুপ্তা বলেন, সাংবাদিকতার বীজ বপন প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে হয়েছিল এবং আজ তা দুশো বছরের যাত্রা পূর্ণ করেছে। সাংবাদিকতার পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কলকাতার আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতার অধ্যাপিকা ড. রীমা রায় বলেন, জনগণের কী ভাববে সেই চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে গণমাধ্যম।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডঃ বিবেক সিং, অধ্যাপক লিলি শাহ, ডঃ মধু সিং, ডঃ শ্রীকান্ত দ্বিবেদী, ডঃ পঙ্কজ সাহা, মৃত্যুঞ্জয় শ্রীবাস্তব, ডঃ সঞ্জয় পাসওয়ান, আদিত্য গিরি, ডঃ প্রমোদ কুমার প্রসাদ প্রমুখ। অঙ্কিতা মহাপাত্র এবং জ্যোতি চৌরাসিয়া গবেষণাপত্র পাঠ করেন।

আপাতত চাকরি বাতিল হচ্ছে না শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষক নেতার

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল শিক্ষক নেতা সিরাজুল ইসলামকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ আপাতত পরিবর্তন করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। শিক্ষক নেতাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের বদলে তাঁকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে।

যেহেতু একই মামলা এখনও বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চে বিচারাধীন, তাই আগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হল বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। তারা বলেছে, সিরাজুল ইসলামকে বরখাস্ত করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্টের একক বেঞ্চ।

তাঁর চাকরি বাতিল হওয়ার আগে সিরাজুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সেই নির্দেশের প্রভাব যাতে চাকরিতে না পড়ে, তাই ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন সিরাজুল ইসলাম। ডিভিশন বেঞ্চ উলটে সেদিনই তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেয়। আজ সেই নির্দেশ নিজে থেকেই প্রত্যাহার করল ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে আপাতত চাকরি বাতিল হচ্ছে না ওই শিক্ষক নেতার।

শনিবার আইএসএলের প্লেঅফ শুরু

কলকাতা, ২৮ মার্চ(হি.স.) : শনিবার আইএসএলের প্লেঅফ ম্যাচ শুরু। বেঙ্গালুরু এফসি (হোম) বনাম মুম্বই সিটি এফসি মুখোমুখি হবে। এবার লিগ পর্বের শীর্ষ ৬ টি দল প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে থেকে শীর্ষ দুটি দল সরাসরি সেমিফাইনালে উঠবে। তারা একক লেগের নকআউট ম্যাচের প্রতিযোগিতা করে সেমিফাইনালে উঠবে। সেমিফাইনাল হবে দুটি লেগে হোম এবং অ্যাওয়ে ভিত্তিতে।

প্লে অফ ম্যাচ :
২৯ মার্চ: বেঙ্গালুরু এফসি (হোম) বনাম মুম্বাই সিটি এফসি
৩০ মার্চ: নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি (হোম) বনাম জামশেদপুর এফসি
সেমিফাইনাল (হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফর্ম্যাট):
২ এপ্রিল: নকআউট ১ (হোম) বনাম এফসি গোয়া (প্রথম লেগ) এর বিজয়ী
৩ এপ্রিল: নকআউট ২ (হোম) বনাম মোহনবাগান এসজি (প্রথম লেগ) এর বিজয়ী
৬ এপ্রিল: এফসি গোয়া (হোম) বনাম নকআউট ১-এর বিজয়ী (দ্বিতীয় লেগ)
৭ এপ্রিল: মোহনবাগান এসজি (হোম) বনাম নকআউট ২-এর বিজয়ী (দ্বিতীয় লেগ)
ফাইনাল:
১২ এপ্রিল: সেমিফাইনাল ১ এর বিজয়ী বনাম সেমিফাইনাল ২ এর বিজয়ী (খেলা হবে উচ্চতর র‍্যাঙ্কিং দলের হোম স্টেডিয়ামে)

১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে শৈলজানন্দকে মনে রেখে স্মরণ অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি. স.): বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম পুরোধা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এদিন শৈলজানন্দ স্মৃতি রক্ষা কমিটি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে শুক্রবার - 'শৈলজানন্দকে মনে রেখে' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরস্কার প্রদানের পরে - স্মারক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন - প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর অবদান অসাধারণ। সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য ও লেখক উল্লাস মল্লিক, উভয়কেই ১২৫তম স্মরণ অনুষ্ঠানে চলতি বছরে শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার অর্পণ করা হয়েছে। স্মারক বক্তৃতা করেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ শান্তি সোরেন। উপস্থিত ছিলেন - সাহিত্যিক বিনতা রায় চৌধুরী, শৈলজানন্দ-গবেষক ও অধ্যাপক শুভেন্দু দাসমুন্সী। আবৃত্তি পাঠ করেন ইভা দাস। মৃত্যুভয় গল্প অবলম্বনে শ্রুতিনাটক পরিবেশন করা হয়। যোগদান করেন - দেবাশিস কুমার, সুস্মেলী দত্ত, দেবযানী কুমার। সঞ্চালনায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। এটি শৈলজানন্দ দৌহিত্র মিলন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হয়।

মোথাবাড়ির ঘটনায় উত্তেজনা, বাঁকুড়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৮ মার্চ (হি.স.) : মোথাবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে বাঁকুড়া স্টেশন এলাকায় বিজেপি বিক্ষোভ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, বিধায়ক নীলাদ্রি দানা এবং বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল। সভায় বিজেপি নেতারা অভিযোগ করেন, পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে। বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দোকান ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে, নিরীহ পথচারীরাও আক্রান্ত হয়েছেন। বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

সন্ধান চাই
Ref -AGT GRPS U/D Case No-2025.GRP-007
Dated 26-03-25 U/S 194 BNSS

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত পুরুষ লোকের (উপজাতি) মনে হয়, যাহার বয়স অনুমানিক ৪০ বৎসর। গত ২৬/০৩/২০২৫ ইং তারিখ রাত্রি বেলায় জিরানিয়া থানার অন্তর্গত নগ্রাই বাড়ী রেল ট্রেকের KM-১৬০/৯-১৬২ এর মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত পুরুষ লোকেটি রেলের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা যায় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান ঊ বর্তমানে মৃতদেহটি ঊ আগরতলা জি.বি.পি হাসপাতালের মর্গে শনাক্তকরণের জন্য রাখা আছে। উক্ত মৃত পুরুষ লোকেটির সমন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ফোন নাম্বরে সমূহে যোগাযোগ করার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।

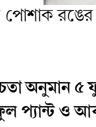

যোগাযোগ;-O/C
AGTGRPS - ৯৪৩৬৫৪৪৩৯৬, Dysp (GRP) - ৯৪৩৬৯৯৩০৮৮,SP (GRP) -০৩৮১২৩৭০২৩৪.
মৃত ব্যক্তির বিবরণ :- বয়স অনুমান ৪০ ইঞ্চি গায়ের রঙ শ্যাল্লা, পরিধানে পোশাক রঙের হাফ গেঞ্জি।
ICA/D-2075/25
বৎসর, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট ৫
কাল রঙের ফুল প্যান্ট ও আকাশী

//TENDER NOTICE //

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned hereby invites sealed
Tender/Quotation from the bonafide/registered suppliers/ contractors/authorized dealers,
manufacturers for supply of MT Auto (Spare parts as well as job works etc.) during the financial year 2025-2026 covering the period from 01.04.2025 to 31.03.2026 to 13th Bn. Tripura State Rifles (IR-IX),Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura.
02. The tender forms, terms & conditions as well as list of MT Auto Spare parts as well as job works etc. may be collected from (a) the office of the Commandant, 13th Bn. TSR(IR-IX),
Subashnagar, Kanchanpur, North Tripura (b) Rear HQr. (Signal center), 13th Bn TSR(IR-IX), A.D.
Nagar, Agartala, West Tripura from 27.03.2025 to 10.04.2025 during office hours on cash payment
of Rs. 200/- (Rupees Two hundred) only being the cost of above documents (non-refundable).
03. -The tender will be received up to 1500 hrs till 10.04.2025 and will be opened on the same
day at 1700 hrs.
ICA/C 4563/25

(H. Sunga Darlong)
Commandant 13th Bn. TSR (IR-IX)

TENDER NOTICE

Sealed Tender(s) are invited by the under signed on behalf of the Governor of Tripura from the registered and bonafide firms/ manufacturers and suppliers of Tripura for supply of '(a) QM Store articles (b) Stationery items (c) Medicines & medical instruments and (d) Spare parts & job works for MT fleet' separately at Ramchandraghat Khowai, 6th Battalion TSR (IR-II) for the financial year 2025-26 for use of 6th Battalion TSR (IR-II).
2. A copy of "Notice Inviting Tender" including terms & conditions and list of items for supply of above mentioned store may be collected free of cost from the Office of the of the Commandant,
Commandant, 6th Battalion TSR (IR-II), Ramchandraghat, Khowai Tripura up to 19.04.2025 during office hours from the date of publication in News papers. The details in respect of "Notice Inviting Tender" including terms & conditions can also be seen in the website www.tripura.gov.in & www.tripurapolice.gov.in.
3. The sealed cover containing quotation should reach the office of the undersigned on or before 23.04.2025 at 1600 hours. The tender box will be opened on 24.04.2024 at 1100 hours by the committee in presence of interested tenderer(s) or their representatives, if possible.
ICA/C-4557/25

Commandant
6th Battalion TSR (IR-II)

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 196 & 197/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25
Dt. 26/03/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 08/04/2025 at 3.00 P.M.

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd call for Repairing/Renovation at West Maheshpur High, Kursi SB and Sanghati Vidya Mandir Eng. Med. School under Mandai, Jirania for post Flood Mtc. and Restoration work for the year 2024-25. DNIeT No. 161/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25	[illegible]	[illegible]	15 days	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	2nd call for Repairing/Renovation at Sahid Khudiram Vidyabhaban High School under Dukli Block of West Tripura for post Flood Mtc. and Restoration work for the year 2024-25. DNIeT No. 162/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25	[illegible]	[illegible]	15 days	[illegible]	[illegible]	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned
ICA/C-4552/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,

কাজের সন্ধান

রেলে চাকরির লক্ষ্যে ১০০৩ এপ্রেন্টিস অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের আরও এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ২ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ এপ্রিল। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০২-০৪-২০২৫-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ই/ পিবি/ আর / রিক্রুট/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ০১/ ২০২৫-২০২৬, তারিখ ৩ মার্চ, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — রাইপুর ডিভিশনে ডিআরএম অফিসে ক্রমিক নং (১) ঃ ওয়েল্ডার (গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল), শূন্যপদ ১৮৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৫টি। এসসি ২৮টি, এসটি ১৪টি, ওবিসি ৫০টি, ইডব্লিওএস ১৯টি পদ সংরক্ষিত। ৭টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৯টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ টার্ণার, শূন্যপদ ১৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ১৮৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭৬টি। এসসি ২৮টি, এসটি ১৪টি, ওবিসি ৫১টি, ইডব্লিওএস ১৯টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৯টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ১৯৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮০টি। এসসি ৩০টি, এসটি ১৫টি, ওবিসি ৫৪টি, ইডব্লিওএস ২০টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২০টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), শূন্যপদ ৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। এসসি ১টি, এসটি ১টি, ওবিসি ২টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), শূন্যপদ ১৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ হেলথ এন্ড সেনিটারি ইন্সপেক্টর, শূন্যপদ ৩২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩টি। এসসি ৫টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৯টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ কোপা, শূন্যপদ ১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ মেশিনিস্ট, শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৩টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ মেকানিক্যাল (ডিজেল), শূন্যপদ ৩৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি। এসসি ৫টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ৯টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে মেকানিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এসি, ব্ল্যাকস্মিথ, হ্যামারম্যান, ম্যাসন, পাইপলাইন ফিটার, কার্পেন্টার, পেইন্টার, ইলেকট্রনিক্স মেকানিক ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। এছাড়া, রাইপুর ডিভিশনে ওয়াগন রিপেয়ার শপে ক্রমিক নং (১) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ১১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৪টি। এসসি ১৭টি, এসটি ৮টি, ওবিসি ৩০টি, ইডব্লিওএস ১১টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ওয়েল্ডার, শূন্যপদ ১১০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৪টি। এসসি ১৭টি, এসটি ৮টি, ওবিসি ৩০টি, ইডব্লিওএস ১১টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ মেশিনিস্ট, শূন্যপদ ১৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ টার্ণার, শূন্যপদ ১৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে ইলেকট্রিশিয়ান, কোপা, স্টেনোগ্রাফার ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরায় হোম ডিপার্টমেন্টের অধীনে **জুনিয়র ফরেনসিক ডিজিটাল এনালিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ এমএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) / এমসিএ/ এমএসসি ফরেনসিক সায়েন্স, সঙ্গে পিজিডিসিএ/ এমএসসি ফিজিক্স সঙ্গে পিজিডিসিএ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল হুইল ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে অর্থাৎ নেভিতে **বোট ক্রু স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **টিচার, নন-টিচিং, টেকনিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বিএড থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* হাই কোর্টে **ডি.আর.ডব্লিও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* হাই কোর্টে **কুক, প্রোগ্রামার, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, বিই, বি.লিব পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **কনস্টেবল, স্পোর্টস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‌্যালি, স্কিল টেস্টের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* সিআইএসএফ-এ **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল, র‌্যালি, ট্রেড টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল, সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, সিএ, এমবিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ফরেনসিক ডিজিটাল এনালিস্ট (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ এমএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স)/ এমসিএ/ এমএসসি ফরেনসিক সায়েন্স, সঙ্গে পিজিডিসিএ/ এমএসসি ফিজিক্স সঙ্গে পিজিডিসিএ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ।
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল হুইল ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **বোট ক্রু স্টাফ (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টিচার, নন-টিচিং, টেকনিক্যাল স্টাফ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বিএড থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডি.আর.ডব্লিও (হাই কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কুক, প্রোগ্রামার, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট)**
শূন্যপদ ঃ ৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেনি, বিই, বি.লিব পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, স্পোর্টস (আইটিবিপি),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‌্যালি, স্কিল টেস্টের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান (সিআইএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ১১৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল,
র‌্যালি, ট্রেড টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অপারেটর (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল,
সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল (ত্রিপুরা),**
নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, সিএ, এমবিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের সিআইএসএফ-এ ১১৬১ কনস্টেবল ট্রেডসম্যান নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিআইএসএফ বা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে কনস্টেবল-ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল, র‌্যালি, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কনস্টেবল ট্রেডসম্যান পদে মোট ১১৬১ জন কনস্টেবল নিয়োগ করবে সি.আই.এস.এফ বা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ ১১৬১টির বিস্তারিত বিভাজন পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। তবে এর মধ্যে কনস্টেবল কুক হিসেবে শূন্যপদ ৪৯৩টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ৪০০টি এবং মহিলাদের জন্য ৪৪টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ৪৯টি শূন্যপদ। কনস্টেবল কবলার হিসেবে শূন্যপদ ৯টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ৭টি এবং মহিলাদের জন্য ১টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি শূন্যপদ। কনস্টেবল টেইলর হিসেবে শূন্যপদ ২৩টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ১৯টি এবং মহিলাদের জন্য ২টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ২টি শূন্যপদ। কনস্টেবল বারবার হিসেবে শূন্যপদ ১৯৯টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ১৬৩টি এবং মহিলাদের জন্য ১৭টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১৯টি শূন্যপদ। কনস্টেবল ওয়াশারম্যান হিসেবে শূন্যপদ ২৬২টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ২১২টি এবং মহিলাদের জন্য ২৪টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ২৬টি শূন্যপদ। কনস্টেবল সুইপার হিসেবে শূন্যপদ ১৫২টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ১২৩টি এবং মহিলাদের জন্য ১৪টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১৫টি শূন্যপদ। কনস্টেবল কার্পেন্টার হিসেবে শূন্যপদ ৯টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ৭টি এবং মহিলাদের জন্য ১টি, এক্স-সার্ভিসম্যান ১টি শূন্যপদ। একইভাবে পেইন্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, মালি, ওয়েল্ডার, চার্জ মেকানিক, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি পদের বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। পুরুষ-মহিলা প্রার্থী, এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট থাকলে দক্ষতার প্রশংসাপত্র থাকলে আবেদন করতে পারেন। সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট অর্জন হলে অগ্রাধিকার পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশদের ক্ষেত্রে স্টেট বোর্ড/ সেন্ট্রাল ছাড়া অন্য কোনও বোর্ডের এডুকেশনাল সার্টিফিকেট হলে, তার সাথে, এডুকেশনাল সার্টিফিকেটটি যে ম্যাট্রিক/ ক্লাস ১০-এর সমতুল - সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের দেওয়া ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে। বয়স হতে হবে ০১-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন।

মূল মেট্রিক্স লেভেল-৩ অনুযায়ী ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে, ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৫ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও ১৫০ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আগের থেকে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটে ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগজাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ৩ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের কললেটার, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেষ্ট, লিখিত পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১৬০০ মিটার দৌড়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়। পরে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক ও ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রথম ফেজের পরীক্ষায় সফলদের ডাকা হবে লিখিত পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও নম্বর বিন্যাস পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থীবাছাই হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে কাঁর কবে পরীক্ষা তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪ পেপার, প্রতিটিতে ২৫টি প্রশ্ন, ২৫ নম্বর। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ১২০ মিনিটের পরীক্ষা, লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র প্রয়োজনে আগরতলায়ও হতে পারে।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-ওয়ান এন্ড গ্রেড-টু নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। দরখাস্তের সময়সীমা বেশ কয়েকদিন বাড়ানো হলো। এতে করে কর্মপ্রার্থীদের অনেকটা সুবিধা হলো। বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশও এখানে পুনঃ প্রকাশিত করা হলো। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-ওয়ান এন্ড গ্রেড-টু নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই পি.আর.টি.সি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ও নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিস্তারিত জানানো হবে কল লেটারের মাধ্যমে। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-ওয়ান এন্ড গ্রেড-টু, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং-০৮/২০২৫। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি নং এফ. ১১(১৫-২)-রিক্রুট./ টিপিএসসি/ ২০২৪, ২৭ মার্চ, ২০২৫ সেহামূলে দরখাস্তের সময় সীমা ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। এককথায় উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে আগামী ৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — গ্রুপ-বি গ্যাজেটেড পোস্টের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। গ্রুপ-সি নন-গ্যাজেটেড পোস্টের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ৭ এপ্রিল, বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৭ এপ্রিল, বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দেবেন নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। তবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। শূণ্যপদগুলি হল — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-ওয়ান, ডিগ্রি সিভিল ঃ পদগুলো গ্রুপ - 'বি', গেজেটেড (টিইএস গ্রেড-ফাইভ (এ)-এর সমতুল্য)। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স সেল-১, লেভেল-১৩ অনুযায়ী ৪৭,৬০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ১০৫টি। এর মধ্যে ৫৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। ২টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩২টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী (১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য) এবং ১৮টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক ১০৫টি পদের মধ্যে ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য এবং ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। আবার সামগ্রিক ১০৫টি পদের মধ্যে ৩৬টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ১৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১১টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী এবং ৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-টু, ডিপ্লোমা সিভিল ঃ পদগুলো গ্রুপ - 'সি', নন-গেজেটেড (টিইএস গ্রেড-ফাইভ(বি)-এর সমতুল্য)। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স সেল-১, লেভেল-১০ অনুযায়ী ৩৪,৭০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ৯৩টি। এর মধ্যে ৪৮টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৯টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী (১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য) এবং ১৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক ৯৩টি পদের মধ্যে ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য এবং ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। আবার সামগ্রিক ৯৩টি পদের মধ্যে ৩২টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ১৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১০টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী এবং ৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। দপ্তরের প্রয়োজনে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। বয়স ২১-০৩-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী অথবা সরকারি চাকুরিরতদের জন্য ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। পদের বিন্যাস, বিভাজন, সংরক্ষণ, যোগ্যতা, বয়সের ছাড়, বেতনক্রম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

শুক্রবার আগরতলায় সিপিএমের উদ্যোগে এক হল সভা আয়োজিত হয়।

“আমি উপাচার্য হওয়ার চেষ্টা করিনি, আচার্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন” শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): রাজ্যের শাসকদলের ছাত্র ও শিক্ষাকর্মী সংগঠন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমিতি ‘ওয়েবকুপা’ সোমবার থেকে জোড়াসাঁকোয় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। ওই সংগঠনগুলির অভিযোগ, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পদে রয়ে গিয়েছেন। এরই বিরোধিতা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিও উঠছে বিক্ষোভে। যাদবপুরের পাশাপাশি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটি রোড ও জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে অশান্তির খবর সম্প্রতি মাত্রা পাচ্ছে। কে এই উপাচার্য তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিস্থিতি, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন।

প্রশ্ন আপনার পড়াশোনা কোথায়?

উঃ আমি দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর স্কুলের ছাত্র। ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৬৪-র ৯ জানুয়ারি। কলেজ ছিল মৌলনা আজাদ। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন প্রতিবাদীদের অনেকের অভিযোগ, আপনি শিক্ষাবিদ নন। রাজ্যপাল ‘নিজের লোক’ হিসাবে আপনাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করেছেন।

উঃ আমি আইনজীবী। ২০০০ থেকে ২০১৫ ছিলাম কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলাম ’১৫ থেকে ‘১৭। আমার নিয়োগকর্তা মহামান্য রাজ্যপাল ইউজিসি-র আইন মেনেই আমাকে বর্তমান দায়িত্ব দিয়েছেন। ‘নিজের লোক’-এর প্রশ্নই ওঠেনা। আমি উপাচার্য্য হওয়ার চেষ্টা করিনি। সেই স্বপ্নও ছিলনা। একদিন রাজ্যপাল ডেকে পাঠিয়ে আমাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী রাজ্যপালের নিয়োগপত্র দেন।

প্রশ্ন কেন, কবে থেকে প্রতিরোধের মুখে পড়ছেন?

উঃ ’২৩-এর জুলাইয়ে দায়িত্ব পাই। প্রায় গোড়া থেকেই আমি একাংশের কাছে চক্ষুশূল। বিরোধিতা করে প্রতিপক্ষ সুপ্রিম কোর্ট অবধি গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগের বিশদ সূত্র নির্ধারিত করেছে। যেদিন এখানে স্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত হবে, চলে যাব! আমি তো জোর করে আসিনি বা আসনে বসে নেই। আচার্য্যের নির্দেশ পালন করছি মাত্র!

প্রশ্ন প্রতিবাদী মহিলা কিছু কর্মী আপনার বিরুদ্ধে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে?

উঃ আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। এই তো গত পরশু (বুধবার) কিছু পড়ুয়া মারতেও এসেছিল। আমি রক্ষা পেলেও প্রাক্তন সেনাকর্মী আমার রক্ষী আহত হয়েছেন। যখন সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায়, তখন বাকি থাকে চরিত্রহনন।

প্রশ্ন এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে, এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

উঃ এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার সূচী বিঘ্নিত হয়নি।

কিন্তু এমন অবস্থা, হইচইয়ের জেরে আমাদের লাগোয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিটি রোড ক্যাম্পাসের কাজও বিঘ্নিত হচ্ছে। ওঁরা এসে আপত্তি জানিয়েছেন। নিরাপত্তার জন্য আমি জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে এসে কাজ করছিলাম। সেখানেও শুরু হয়েছে ঝামেলা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ৪৮ শতাংশ পদ শূন্য। অদূর ভবিষ্যতে শূন্য পদের সংখ্যা বাড়বে।

এগুলো প্রথা মেনে পূরণের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে পড়াশোনা বড় রকমের হোঁচট খাবে। অশিক্ষক কর্মীদেরও বেশ কিছু পদ খালি। একটা চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এটা হওয়া বাঞ্ছিত নয়।

প্রশ্ন আপনারা পুলিশ পোস্টিং চেয়ে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন? আদালত রবীন্দ্র ভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে আপনাকে প্রবেশের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশকে?

উঃ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মঙ্গলবারের নির্দেশ, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য্য যাতে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেন, গিরিশ পার্ক থানাকে অবিলম্বে সে জন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা আধিকারিক থানায় অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ হাইকোর্টের।

বিটি রোড ক্যাম্পাসের বিষয়টি নিয়ে বুধবার ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীকে পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি।

প্রশ্ন প্রশাসনকে আপনার অসহায়তার কথা জানিয়েও সুরাহা হচ্ছে না?

উঃ আমার নিয়োগকর্তা আচার্য্যকে জানিয়েছি। উনি কাকে, কী জানিয়েছেন, জানিনা।

আর জি কর-এর চিকিৎসক-পড়ুয়ার গণধর্ষণ হয়নি, আদালতে দাবি সিবিআই-এর

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি স): আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়ার গণধর্ষণ হয়নি বলে দাবি করল সিবিআই। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে তারা জানাল এক জনই তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। কিসের ভিত্তিতে তারা এ কথা বলছে, তা-ও আদালতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে তারা জানিয়েছে, ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের মতামতও নেওয়া হয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে।

আর জি কর মামলায় সিবিআইয়ের থেকে কলকাতা পুলিশের কেস ডায়েরি চেয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। দু’সপ্তাহ পরে হাই কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ (হি.স.): ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে শুক্রবার দুপুরে রণক্ষেত্রর চেহারা নিল শিলিগুড়ি। অভিযান ঠেকাতে আগে থেকেই পুলিশ একাধিক ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল।

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বামেদের যুব সংগঠনের সদস্যরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে থাকলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের তরফে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। পাল্টা হিসেবে ডিওয়াইএফআই কর্মীরা ইট ছুড়তে শুরু করে বলে অভিযোগ।

ঘটনার জেরে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড, নৌকাঘাট, তিনবাত্তি মোড়, উত্তরকন্যা সহ একাধিক এলাকা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মীনাক্ষী-সহ বামেদের যুব সংগঠনের একাধিক নেতা, নেত্রীকে আটক করেছে পুলিশ।

বেকার যুবক, যুবতীদের চাকরি, চাকরি না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে ভাতা প্রদান-সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিল বামেদের যুব সংগঠন। অভিযানের খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই বর্ধমান রোড, নৌকাঘাট, তিনবাত্তি মোড়, উত্তরকন্যা সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যারিকেড করে। যদিও একাধিক দলে ভাগ হয়ে ডিওয়াইএফআই কর্মীরা উত্তরকন্যার দিকে এগোতে থাকে। সূত্রের খবর, পুলিশের একাধিক ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোকে ঘিরেই গোলমাল তৈরি হয়। বাধার মুখে পড়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে আন্দোলনকারীরা ইট ছুড়তে শুরু করে। পাল্টা হিসেবে পুলিশও জল কামান ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এরপরই পরিস্থিতি রণক্ষেত্রর চেহার নেয়। ঘটনায় দু”পক্ষেরই বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর। গোটা ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেই বড় অভিযোগ এনেছেন মীনাক্ষী। তাঁর কথায়, ’শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির ওপর তৃণমূলের পুলিশ লাঠি চালাল। আসলে এভাবেই গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরছে এরা।’ পুলিশের অবশ্য দাবি, আন্দোলনকারীরাই প্রথমে পুলিশকে আক্রমণ করেছে। তারই জেরে পুলিশ প্রতিরোধ করেছে মাত্র।

তৃণমূলের ১৩ নেতা দোষী সাব্যস্ত, কারাবাস নানা মেয়াদের

পূর্ব বর্ধমান, ২৮ মার্চ (হি স): খুনের চেষ্টা, গন্ডগোল পাকানো সংক্রান্ত আট বছরের পুরনো মামলায় বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্তকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল বর্ধমান আদালত।

ওই একই মামলায় বর্ধমান-১ ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য্য-সহ শাসকদলের ১২ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক। শুক্রবার মানস, শেখ জামাল, কার্তিক বাগদের ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গত সোমবারই তৃণমূলের ওই ১৩ ‘ওজনদার’ নেতাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র।

গত ২৪ মার্চ তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। সে দিন আদালত থেকে সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন কাকলি, মানস, কার্তিক এবং জামাল। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যালের জরুরি বিভাগে। বুকে ব্যথার কথা জানান কাকলি। ইসিজি রিপোর্টে সমস্যা ধরা পড়ে। তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ‘উইংস’ অনাময় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে।

শুক্রবার সকলকে আদালতে হাজির করানোর জন্য জেলারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক মিশ্র। কাকলির আইনজীবী বিশ্বজিৎ তা তাঁর মক্কেলের জন্য ৩৬০ ভারতীয় দন্ডবিধির (সিআরপিসি) আবেদন জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার এক আইনজীবীর মৃত্যুতে সাজা ঘোষণা আবার পিছিয়ে যায়। শুক্রবার নানা কারণে রায়দান বিলম্বিত হলেও বিকেলে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছেন বিচারক।

মালদা জেলা পুলিশকে কটাক্ষ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি স)। মোথাবাড়িতে একটি মির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি ও দোকানে বেছে বেছে আক্রমণ ও ভাঙচুরের ব্যাপারে মালদা জেলা পুলিশকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তেওয়ারি।

সামাজিক বার্তায় মালদা জেলা পুলিশের দাবিকে খন্ডন করে শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ”আপনারা এখন বলছেন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ২৫টি পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে, ৭টি মোবাইল টহল ইউনিট সক্রিয় রয়েছে, অথচ যখন ঘটনাটা ঘটছিল, তখন আপনাদের পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল কেন? আপনাদের সামনেই তাণ্ডব চলল, বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান ভাঙা হলোএগুলোও মিথ্যে বলবেন?

বিএসএফ-এর সেখানে যাওয়ার জন্য আপনাদের অনুমতির দরকার নেই। আশা করি, আপনারা শুধু পিসির আইন নয়, দেশের আইনও পড়েন। সীমান্তবর্তী ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বিএসএফ-এর পেট্রোলিং করার পূর্ণ অধিকার আছে। যখন আপনারা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, সামলাতে পারছিলেন না, তখন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য কেন চাননি? এখন বলছেন, চাওয়া হয়নিআপনারা কাকে বার্তা দিতে চাইছেন? যে বিএসএফ এসেছে আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

পুলিশ প্রশাসন কি তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাণ্ডবকারীদের প্রশ্রয় দিয়েছে? বিএসএফ না আসলে হয়তো আরও চলত। এখন আপনারা

কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন না করার কথা বলে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেনমমতার ৩০ু ভোটব্যাংককে বোঝাতে চাইছেন যে আপনারা তাদের পাশেই আছেন? আপনি কি বলতে চাইছেন যে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ডেকে আপনাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের তাণ্ডব লীলা বন্ধ করতে চাননি?

আপনাদের এই পোস্ট আসলে নির্লজ্জতার উদাহরণ হয়ে থাকবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য প্রচারের ভয় দেখিয়ে জনগণের ক্ষোভ দমিয়ে রাখা যাবে না। ফেসবুক লাইভে পুলিশের সামনেই দোকান ভাঙচুর হয়েছে, লুটপাট চালানো হয়েছে, এসব মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবেন? ভিডিওগুলোও গুজব বলে উড়িয়ে দেবেন? ”

এদিকে, এদিন আদালত সূত্রেই জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই এলাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী টহল দিচ্ছে। ফলে এলাকায় যে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে।

এই নিয়ে তরুণজ্যোতি তেওয়ারি বলেন, “গতকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে মোথাবাড়িতে কী হয়েছে, তা সারা পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে, ভারত দেখেছে। ...লক্ষ্য করে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে । ... কোন প্রশাসন চলছে ? যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, যারা ভাঙছে, তারা আনন্দের সঙ্গে বলছে পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না, পুলিশ গুলি চালাবে না। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি চলছে পশ্চিমবঙ্গে ।”

শিক্ষিকার পোশাক নিয়ে পাঁচ বছর ধরে চলা মামলা দ্রুত শেষ করার নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): এক শিক্ষিকার পোশাক নিয়ে বিতর্কে পাঁচ বছর ধরে চলা এক মামলা দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্কুল পরিদর্শককে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ওই শিক্ষিকাকে পুনরায় নিয়োগের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

শালোয়ার কামিজ পরে স্কুলে আসায় ওই শিক্ষিকাকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছিল। মারধর, এমনকী চুলও ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আদালত সূত্রের খবর, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশপুর প্রফুল্ল বালিকা বিদ্যালয়ে শালোয়ার কামিজ পরে স্কুলে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন ইংরেজির শিক্ষিকা মধুরিমা দাস। শিক্ষিকার অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা ফতোয়া জারি করেন, স্কুলে আসতে হলে শাড়ি পরে আসতে হবে। ওই শিক্ষিকা জানিয়ে দেন, তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁকে বাঁশদ্রোনি থেকে বাসন্তী প্রতিদিন বাসে, ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়, তাই প্রতিদিন স্কুলে শাড়ি পরে আসা সম্ভব নয়।

অভিযোগ, এরপর থেকে ওই শিক্ষিকাকে আর স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ তার বেতন বন্ধ করে দেয়। ঘটনার জেরে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকেন শিক্ষিকা। পরে শিক্ষা দফতরের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। ওই মামলাতেই বিচারপতি রায়া চট্টোপাধ্যায় সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ওই শিক্ষিকাকে পুনরায় নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজস্থানে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেফতার

জয়পুর, ২৮ মার্চ (হি.স.) : দুর্নীতি দমন ব্যুরো (এসিবি)-এর অভিযানে গ্রেফতার যোধপুর জসবন্তপুরা জেলার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কিত তিওয়ারি। ৭ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গেলে হাতে-নাতে ধরা হয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এসিবি জালোর দফতরে এক ব্যক্তি অভিযোগ জানান যে, জসবন্তপুরার রামসীন রোডে অবস্থিত তার কমপ্লেক্সের বিদ্যুৎ সংযোগ ১ কেভি সিঙ্গেল ফেজ থেকে ১৫ কেভি ফেজে বাড়ানোর জন্য জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কিত তিওয়ারি ৭ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন।

এরপর এসিবি ফাঁদ পেতে ওই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কিত তিওয়ারিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে।

রাজস্থানে বাসের ধাক্কায় আহত ৩ জন

জয়পুর, ২৮ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানের জয়পুরের মোতিদুংরি থানা এলাকায় শুক্রবার ভোরে একটি দ্রুতগতির বাস পুলিশ জিপকে ধাক্কা দিলে চালকসহ দুই কনস্টেবল আহত হন।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ঘটনাটি রাজাপার্কের গোবিন্দ মার্গ এলাকায় ঘটে। পুলিশ জিপে চালক প্রকাশ ও কনস্টেবল রাকেশ এবং বিষ্ণু টহল দিচ্ছিলেন। এই সময় উত্তর প্রদেশের একটি বাস এসে জিপটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর বাসটি যাওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ প্রায় ৫ কিলোমিটার ধাওয়া করে বাসটিকে আটক করে এবং চালককে গ্রেফতার করে। আহতদের মধ্যে কনস্টেবল রাকেশ ও বিষ্ণুকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে চালক প্রকাশের চিকিৎসা চলছে।

অনলাইন শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের নামে ৩.৩৬ কোটি টাকার প্রতারণা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

জয়পুর, ২৮ মার্চ (হি.স.) : অনলাইন শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের নামে ৩.৩৬ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় সাইবার থানার পুলিশ অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার বাসিন্দা বিনয় কুমার উপলাপুভু (২৩)-কে গ্রেফতার করেছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , অভিযুক্ত ভুয়ো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করে প্রথমে বিনিয়োগের ভুয়ো বিজ্ঞাপন পাঠাত। পরে একটি ওয়েব পেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখাত।

প্রাথমিকভাবে লাভের কিছু অংশ ফেরত দিয়ে আস্থা অর্জনের পর বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করাত। টাকা তোলার অনুরোধ করলে আয়কর, পরিষেবা করের অজুহাতে আরও টাকা নিত।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে দেখা যায়, অভিযুক্ত ভুয়া সিম ব্যবহার করে ৭০-৮০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করেছিল। অভিযুক্তের অ্যাকাউন্টে ১.৪৩ কোটি টাকা জমা হওয়ার প্রমাণ মেলে। পুলিশ প্রযুক্তিগত সহায়তায় অভিযুক্তকে শনাক্ত করে বিজয়ওয়াড়ায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে জয়পুরে নিয়ে আসে।

লিলুয়ার চটকলে বিধ্বংসী আগুন

হাওড়া, ২৮ মার্চ (হি.স.): শুক্রবার লিলুয়ার চটকলে বিধ্বংসী আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে কারখানার একাংশ। কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে সংলগ্ন এলাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল এলাকায়। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন আয়ত্তে আনার কাজ।

হাওড়ার লিলুয়ার একসরা এলাকায় এই চটকলে কর্মী সংখ্যা প্রায় ৫০০। অন্যান্যদিনের মতোই এদিনও কাজ চলছিল। ঘড়ির কাঁটায় বেলা আড়াইটে নাগাদ আচমকা কারখানার আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা ধোঁয়া দেখতে পান। এরপরই তাঁত ঘরে নজরে পড়ে লেলিহান শিখা। দেখা যায়, দাউদাউ করে জ্বলছে জুটমিলের একাংশ।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। এদিকে প্রাথমিকভাবে শ্রমিকরাই আগুন আয়ত্তে আনার কাজে হাত লাগায়। এদিকে পাটকল হওয়ায় দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাংশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয়

দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে চুরি, গ্রেফতার পরিচারিকা ও বান্ধবী

দুর্গাপুর, ২৮ মার্চ(হি.স.) : দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের আলাউদ্দিন খান বীথি এলাকায় এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে ২৫ ভরি সোনা, প্রায় ১ কেজি রুপো এবং নগদ ২ লক্ষ টাকা চুরির ঘটনায় পরিচারিকা ও তার বান্ধবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , ধৃতদের নাম দীপা শর্মা ও দীপা যাদব। শুক্রবার তাদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, সঞ্জীব খাঁ নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত দীপা শর্মা। দীপাকে পরিবারের মেয়ে বলেই দেখতেন সঞ্জীববাবুর পরিবার। দীপা শর্মার আবদার পূরণে কখনও দামি মোবাইল, আবার কখনও দামি সাইকেলও কিনে দিতেন তারা। বৃহস্পতিবার সঞ্জীববাবুর স্ত্রী নাগমণি শর্মা কিছু সময়ের জন্য বাজারে গেলে সেই সুযোগে আলমারি থেকে ২৫ ভরি সোনা, ১ কেজি রুপো ও নগদ ২ লক্ষ টাকা চুরি হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি থানায় অভিযোগ জানান।

পুলিশ তদন্তে নেমে দীপাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সন্দেহ হয়। তার মোবাইল কল লিস্ট থেকে বান্ধবী দীপা যাদবের যোগসাজশের বিষয়টি সামনে আসে। পুলিশ জানতে পারে, দিল্লি থেকে দুর্গাপুরে এসে দীপা যাদব চুরিতে সহযোগিতা করেছে। দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেন ধরে পালানোর চেষ্টা করছিল দীপা যাদব। পুলিশ তাকে দুর্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে গ্রেফতার করে। তার সুটকেস থেকে চুরি যাওয়া গহনা ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানান, ’সিটি সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এমন চুরির ঘটনা আগে ঘটেনি। পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

শুক্রবার আগরতলা টিআইডিসি'র উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

হাঁপানিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল মেলা প্রাঙ্গণে রাবার কম্পনেন্ট এক্সপো অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: আগরতলার হাঁপানিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় রাবার কম্পনেন্ট এক্সপো। এখানে রাবারের উৎপন্ন বিভিন্ন সামগ্রির প্রদর্শনী হয়।

রাজ্যে আরো বেশি করে রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিয়মের চেয়ারম্যান নবাদল বনিক। তিনি আজ রাবার কম্পনেন্ট এক্সপোতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রাজ্যে আরও একটি রাবার ভিত্তিক শিল্প এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ডিসেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তিনি বলেন বোধজং নগরে যে রাবার ভিত্তিক পার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল সেখানে এখন স্থান সংকলন করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই রাবার গাছ থেকে ফ্লাইউড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গণমুক্তি পরিষদের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ও ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। ২৮ শে মার্চ কুমারী, মধুতী, রূপশ্রী দেববর্মার ৭৭তম শহীদান দিবসে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ও ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ সিপাহীজলা জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে মিছিল ও মোটর স্ট্যান্ডে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার দুপুরে।

এদিনের বিশ্রামগঞ্জ দুর্গাদাস শিকদার স্মৃতি ভবনের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ডে মিছিল শেষে পথসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা, সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতি মজুমদার, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি সিপাহীজলা কমিটির সম্পাদিকা রেহেনা বেগম সহ অন্যান্য কর্মীরা।

পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় ইংরেজি মিডিয়াম কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু, বিধানসভায় তথ্য

আগরতলা, ২৮ মার্চ : পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় ইংরেজি মিডিয়াম কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য মোট ১৭,২১,৮৭,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার ষষ্ঠ দিনে সিপিএম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।আজ শ্রী সাহা বলেন, পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় ইংরেজি মিডিয়াম কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য মোট ১৭,২১,৮৭,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

খাস খতিয়ানে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তৎকালিন সময়ে সরকার সম্পত্তিগুলি ওয়াকফ বোর্ডের নামে নথিভুক্ত করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। উপরিউক্ত ৯১৯ টি সম্পত্তি ওয়াকফের নামে নথিভুক্ত করার প্রয়াস বর্তমান সরকারের রয়েছে।কোন ওয়াকফ সম্পত্তি বেআইনী ভাবে দখলের ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ড প্রশাসনের মাধ্যমে দখল কৃত সম্পত্তি বেআইনী দখলদারকে ত্রিপুরা ভুমি রাজস্ব আইন এবং অন্যান্য প্রচলিত আইনের দ্বারা উচ্ছেদের মাধ্যমে দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলা পুর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে ৬৭ শতাংশ পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ:আগরতলা পুর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে ৬৭ শতাংশ পরিবারে এখন পর্যন্ত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে আগরতলা পুর এলাকায় অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন-২.০ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ১৩ শতাংশ পরিবারকে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার জন্যে দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরা জল বোর্ড কাজ করে চলেছে। এই দুটি প্রকল্পের মধ্যে দৈনিক ৫.৫০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দৈনিক ৬.৪২ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করার জন্যে দরপত্র আহ্বান করার কাজ এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ:রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। সারা দেশে পর্যটনের মানচিত্রে ত্রিপুরাকে তুলে ধরতে ওয়াটার ট্যুরিজম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই লক্ষ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ওয়াটার স্পোর্টস, স্পিড বোট, শিকারা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ২০ আসনবিশিষ্ট ২টি স্পিড বোট, ৬টি শিকারার সূচনা করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। উল্লেখ্য, স্পিড বোটগুলি ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রের জন্য এবং শিকারাগুলি লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দীঘি, রুদ্রসাগর ও নারকেলকুঞ্জে পর্যটকদের পরিষেবা প্রদান করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, আগামীদিনে আরও এই ধরনের ৫০টি নতুন বোট ক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি। অনুষ্ঠানে পর্যটন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মবিলে তিন বীরাঙ্গনার শহীদান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ মার্চ: খোয়াইয়ের পদ্মবিলে ১৪ই চৈত্র পালন করা হলো ঐতিহাসিক শহীদান দিবস। এদিন কুমারী মধুতী রূপশ্রীর ৭৭তম শহীদান দিবসে তিন বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ স্মরণে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল জমায়েত। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং জি এম পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নরেশ জমাতিয়া। পদ্মবিলের শহীদ স্মৃতিসৌধে অগণিত মানুষ ফুলেল শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন শহীদ পরিবারের সদস্যরাও। প্রথমে শহীদ স্মৃতিসৌধে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় এবং এরপর নরেশ জমাতিয়া, রঞ্জিত দেববর্মা, পদ্ধ কুমার দেববর্মা, গায়েত্রী দত্ত, ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।নরেশ জমাতিয়া বলেন, 'কুমারী মধুতী রূপশ্রী শুধু রাজতন্ত্র অবসান ও তিতুন প্রথা উচ্ছেদের জন্যই নয়, মুক্তি আন্দোলনেরও শহীদ। তিন বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ আমাদের ভবিষ্যতের আন্দোলনে পথ দেখাবে। শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করতে আমাদের সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে।' নরেশ জমাতিয়া জানান, 'কুমারী মধুতী রূপশ্রীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং সমাজের অবহেলিত মানুষদের উন্নয়নের পথ খুলে যায়। সেই সংগ্রাম আজও চলমান।' জমায়েতে উপস্থিত সকলকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই এবং শহীদদের স্বপ্ন পূরণের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান জমাতিয়া। তিনি বলেন, 'শহীদদের আত্মত্যাগকে অমলিন রাখতে এবং সমাজের সকল ধরনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।' পদ্মবিলের পাশাপাশি খোয়াই মহকুমার সি পি আই (এম) কার্যালয়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলেও যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদান দিবস পালিত হয়। খোয়াইয়ের সি পি আই (এম) কার্যালয়ে নারীনেত্রী শুক্লা সেনগুপ্তা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন এবং নেতৃবৃন্দ শহীদবেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জেলাশাসক মারফত রাষ্ট্রপতির নিকট ডেপুটেশন সংযুক্ত কিষান মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং পাঞ্জাবের রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল সংযুক্ত কিষান মোর্চার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। পশ্চিম জেলাশাসক মারফত এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। আজ সংযুক্ত কিষান মোর্চার পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কার্যালয়ে এই ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

এ বিষয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা রাজ্য কমিটির কনভেনার পবিত্র কর জানিয়েছেন, কৃষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদের বহুদিনের দাবী দেওয়া নিয়ে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সেগুলো সমাধানের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে এই ডেপুটেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে প্রতিনিধি দল।

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় ঐক্যের চেতনা- অধ্যাপক শ্রীনিবাস বরখেডি

আগরতলা, ২৮ মার্চ : ২৫ থেকে ২৭ মার্চ কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় জ্ঞান কোষের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। তিন দিনের এই কর্মশালায় মোট ১২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর আলোচনা করা হবে।উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ বিভাগের ডিন অধ্যাপক রঞ্জন ত্রিপাঠী মহোদয়। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্য কেবল প্রাচীনকালেই প্রাসঙ্গিক নয়, আজও বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ভারতীয় পণ্ডিতদের অবদান আগামী দিনেও অমূল্য থাকবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই ঐতিহ্য প্রতিটি প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কা ।কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীনিবাস বরখেডি কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিত্বের ভাষণে তিনি তুলে ধরেন যে, ভারত বর্তমানে আত্ম-সচেতনতার যুগে রয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়কে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা অপরিহার্য। ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্য ঐক্যের চেতনার প্রতীক এবং এর মধ্যে একত্রীকরণের শক্তি রয়েছে। তিনি আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মগ্রন্থগুলিকে সমাজে পুনর্গঠিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। জাতীয় কর্মশালার আহ্বায়ক ড. ডি. দয়ানাথ বলেন যে, এই জাতীয় কর্মশালার উদ্দেশ্য হল ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর গভীর আলোচনায় অংশগ্রহণ করা। ভারত শতাব্দী ধরে জ্ঞানের সমার্থক এবং ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিকতা বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে। তিনি আরও বিশদভাবে বলেন যে, ভারতীয় জ্ঞান ঐতিহ্য একটি অবিভক্ত ভারতের ধারণাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, বাস্তুশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতো জ্ঞানের অমূল্য উৎস রয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে, ভারতীয় সংস্কৃতি জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য নিজের সংস্কৃতিকে অনুধাবন করা অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিসর এবং তার অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষক ও পণ্ডিতরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন।

"উল্টে অচলাবস্থা তৈরি করলেন", যাদবপুর নিয়ে রাজ্যপালকে কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): "মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তালিকা থেকে এক জনকে স্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগ করা যেত। রাজ্যপাল সেটা করলেন না। উল্টে অচলাবস্থা তৈরি করলেন।" নয়া স্থায়ী উপাচার্য্যের নাম ঘোষণা না করে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য্যকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণায় এই মন্তব্য করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এ প্রসঙ্গে ব্রাত্যবাবু বলেন, "রবীন্দ্রভারতী থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যে ভাবে অচলাবস্থায় এগিয়েছে, যাদবপুরও সেই পথে এগোচ্ছে।" একই সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও রাজ্যপাল বালখিল্যপনা করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

ভাস্কর গুপ্তের "প্রফেসরশিপ"-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩১ মার্চ। তার আগেই ভাস্কর গুপ্তকে অব্যাহতি দেওয়া হল। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বসু বলেন, ক'দিন আগেই আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে মেয়াদ শেষের আগে স্থায়ী উপাচার্য্য পদে নিয়োগ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে গুরুত্ব না দিয়ে যাদবপুরকে উপাচার্য্যহীন করে অচলাবস্থা তৈরি করলেন রাজ্যপাল।

পুরসভার ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু এক মহিলার

কলকাতা, ২৮ মার্চ (হি.স.): শুক্রবার স্কুটিতে চড়ে যাওয়ার সময়ে কলকাতা পুরসভার ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর স্বামী ভর্তি এনআরএস হাসপাতালে। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ট্রাফিক পুলিশের ফ্যাটাল স্কোয়াড। পুরসভার ডাম্পারের ধাক্কায় এহেন দুর্ঘটনার জেরে ডাম্পারের গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শুক্রবার সকালে তাঁরা স্কুটিতে চড়ে যাচ্ছিলেন। ৩৬ নং ডিসি দে রোডের কাছে কলকাতা পুরসভার ডাম্পারটি স্কুটিতে ধাক্কা দেয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি থেকে পড়ে যান তাঁরা।

দু'জনকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে স্ত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। জখম অবস্থায় স্বামী চিকিৎসাধীন। এই লেখা পর্যন্ত কারওরই পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্ত্রীর দেহের ময়নাতদন্ত হবে এই হাসপাতালেই। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ট্রাফিক পুলিশের ফ্যাটাল স্কোয়াড। জখম ব্যক্তির জ্ঞান ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসবাদ করতে চান তদন্তকারীরা।

কেদারনাথ মন্দির চত্বরে ভিডিও ও রিল তৈরিতে নিষেধাজ্ঞা

দেহরাদুন, ২৮ মার্চ (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডে এবার থেকে কেদারনাথ মন্দির চত্বরে ভিডিও ও রিল তৈরিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।কেদারনাথ-বদরিনাথ পাণ্ডা সমাজ জানিয়েছে, কেউ ভিডিও বা রিল তৈরি করলে তাকে দর্শন না করিয়েই ফেরত পাঠানো হবে এবং ভবিষ্যতে প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে।

কেদারনাথ সভার সভাপতি রাজকুমার তিওয়ারি জানান, গত বছর ভিডিও তৈরির প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল, যা পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ভাঙ্গল বহুতল

● প্রথম পাতার পর

ভারত-বাংলাদেশেও। মায়ানমারের ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। একটি মসজিদে প্রার্থনা চলার সময় একাংশ ভেঙে পড়লে ঘটনাস্থলেই ওই তিনজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ককে বাড়ি ভেঙে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, অনেকেই নিখোঁজ বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যাঙ্ককে বেশ কিছু আকাশচুম্বী বাড়িতে ফাটল ধরেছে, নয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, শুক্রবার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জোড়া ভূমিকম্প মায়ানমারে। রিখটার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ৭.৭ এবং দ্বিতীয়টির মাত্রাও প্রায় ৭। এমনটাই জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশেও। কম্পন অনুভূত হয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও সিকিমের একাধিক জায়গায়। কেঁপেছে দিল্লিও।

শুক্রবার দুপুর ১২:০৫ নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদের একাংশে অনুভূত হল ভূমিকম্প। দুই মিনিটের বেশি সময় ধরে চলা কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এদিন দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং হঠাৎই ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শাঁখ, ঘণ্টা বাজাতে থাকেন তাঁরা। এছাড়াও বারুইপুর, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, মেদিনীপুর একাধিক জেলাতেও কম্পন অনুভূত হয়।

এলাকায়

● প্রথম পাতার পর

নেতৃত্ব দেন বন বিভাগের কর্মী মাহি উদ্দিন এবং এফ.এফ.ডব্লিউ বাবুল দাস। প্রায় ১৫ ফুট লম্বা এই কিং কোবরা সাপটি উদ্ধার করার পর বন বিভাগের দলটি এটি তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। উদ্ধার অভিযানে মোট ৭-৮ জন বন বিভাগের কর্মী অংশ নেন।

এছাড়া তৃষ্ণা পেট্রোল স্টাফও এ অভিযানে সহযোগিতা করেন। তবে খাদ্যের সন্ধানে কিংবা বাসস্থান সংকটের কারণে লোকালয়ে প্রবেশ করেছে বলে বনদপ্তরের কর্মীদের অনুমান, সাধারণ মানুষের অভিমত অতিরিক্ত গরমের কারণে হয়তবা ঘরে প্রবেশ করছে বলে অনুমান। বন বিভাগ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা জারি করেছে যে, ভবিষ্যতে যদি কেউ তাদের বাড়িতে কিংবা আশপাশে কোনো বিষধর সাপ দেখতে পান। তাহলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত বনবিভাগ বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

প্রস্তাব গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

প্রণজিৎ সিংহ রায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য এই ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব বিধানসভার অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন। প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আজ সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ৭৩টি ছাঁটাই প্রস্তাব ধ্বনী ভোটে বাতিল হয়ে যায়। বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় এবং বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ ছাঁটাই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। ছাঁটাই প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য উত্থাপিত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়।

গণমুক্তি পরিষদের

● আটের পাতার পর

গণতান্ত্রিক মানুষ বিশেষ করে আদিবাসীরা নিজেদেরকে চরমভাবে অপমানিত বোধ করছে। আরও লেখেন, এখনো পর্যন্ত ত্রিপুরা বিধানসভার ইতিহাসে কখনও এই ধরনের জাতিগত ঘটনা ঘটেনি। এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জিএমপি। মন্ত্রী রতন লাল নাথের আচরণে বিধানসভার সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। তাই অতিসত্বর তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা হোক।

নিশ্চিত করেছে

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ১১তম স্থান থেকে এখন ৫ম স্থানে পৌঁছেছে ভারত। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত ১লা ফেব্রুয়ারি সংসদে অভূতপূর্ব জনমুখী বাজেট পেশ করেছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে এই সভা থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই বাজেট বিশ্বের দরবারে ভারতকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী করবে। অথচ আমাদের রাজ্যে বিরোধীরা নানা নেতিবাচক কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের উপর ভরসা রেখে রাজ্যের মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বাজেট সম্পর্কে জানতে হবে। যেকোন বাজেট যেকোন দেশের বা রাজ্যের একটা বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা, আনুমানিক রাজস্ব আদায় ও আয় ব্যয়ের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা। বাজেটে নির্দেশিত হয় নাগরিকের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন — শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয় বরাদ্দ সমূহ। যেটা এবারের রাজ্য বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। এবারের বাজেটে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। এবারের বাজেটে ৬টি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে — সম্পদ বণ্টন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কল্যাণ ও উন্নয়ন, আর্থিক দায়বদ্ধতা, রাজস্ব পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের পরিমান ছিল ১,৯১৫ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৪,৫১৪ কোটি টাকা। এটা আমাদের আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যকে প্রমাণ করে। আমরা আমাদের রাজ্যকে ঋণের বোঝায় আবদ্ধ করতে চাই না। এই বছরে আমরা জিএসডিপির ৩ শতাংশের অনুমোদিত সীমার মধ্যে ঋণ রাখছি। ২০২৫-২৬ সালের জন্য আমরা বাজার ঋণ হিসেবে মাত্র ১২২৫ কোটি টাকার বিধান রেখেছি। রাজ্য সরকার এক্সটার্নাল এডেড প্রকল্পের আওতায় সর্বাধিক সংখ্যক প্রকল্প নেওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে আমাদের ১০টি চলমান প্রকল্প রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য খুবই আন্তরিক এবং সংবেদনশীল। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা শুধু কাগজে কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবেও উন্নয়ন করে দেখাই। এজন্য সারা দেশের কাছ থেকে আমাদের সাফল্যের স্বীকৃতি আসছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন যেমন ঘটছে তেমনি পরিকাঠামোগত উন্নয়নও জনগণের চোখে পড়ছে। শুধু বাজেটই নয়, তার বাইরেও আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যের সকল অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, মহিলাদের সুরক্ষা ও তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এই সরকার খুবই আন্তরিক। মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নতি ও সুরক্ষার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফলে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বিগত ১০ বছরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশি। আমাদের লক্ষ্য সমাজের সকলস্তরের নাগরিকদের সার্বিক উন্নতি বিধান। সব- কা সাথ, সব কা বিকাশের মূল শর্তই হচ্ছে একেবারে প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী সবস্তরের মানুষদের উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসা। এতদিন এ রাজ্য যা উপেক্ষিত ছিল।

তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটে চিফ মিনিস্টার অ্যাসিস্টেন্ট ফর ডটার/সন অফ আর্মি/সিআরপিএফ পার্সনাল নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করা করার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রকল্পে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা সেনাবাহিনী/সিএপিএফ (এআর, বিএসএফ, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি, এনএসজি, এসএসবি) কর্মীদের অবিবাহিত এবং নির্ভরশীল কন্যা/পুত্রদের (১৮ বছরের বেশি বয়সী) সামাজিক পেনশন প্রদান করা হবে। বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। গত ৭ বছরে রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা রাজ্যের মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখেই উপলব্ধি করতে পারছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের নানাবিধ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মধ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের অধীনে অনেকগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকাবাড়ি নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। আজ ত্রিপুরার গ্রামেগঞ্জেও পাকাবাড়িতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। শুধু বিল্ডিং নয় স্বাস্থ্য দপ্তর মানব সম্পদ বৃদ্ধির জন্যও চিকিৎসক ও প্যারামেডিকেল কর্মী নিয়োগ করে যাচ্ছে।

বাজেট বিষয়ে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বিগত বছরগুলির বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, রাজ্যের বাজেট বরাদ্দ এই সরকারের সময়কালে প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৫,৯৫৬.৫৬ কোটি টাকা। বর্তমান ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,৪২৩ কোটি টাকা হয়েছে, যা শতাংশের নিরিখে ১০৩.২১ শতাংশ। আর এই বৃদ্ধি থেকে এটাই প্রমানিত হয় বর্তমান রাজ্য সরকারের বাজেট প্রকৃত অর্থে জনকল্যাণমুখী এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সাহসী পদক্ষেপ। তাই আমি গত ২১ মার্চ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং এটি সর্বসম্মতক্রমে এই সভায় গৃহীত হবে বলে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করছি। এর পাশাপাশি বিরোধীদের আনা সকল ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

তদন্তের দাবি

● প্রথম পাতার পর

সিপাহীজলা জেলার ডিএম লেখেন, সিপাহীজলা জেলায় কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, খাস জমি নিজেদের ব্যবহারের রূপান্তরিত করা, খাস জমিকে বরাদ্দকৃত জমি হিসেবে দেখানো হয় এবং তারপর অনুমতি ছাড়াই বরাদ্দকৃত জমিকে ব্যবহারের জমিতে রূপান্তর করা হয় এবং বরাদ্দকৃত জমি যথাযথ অনুমতি ছাড়াই নিজেদের ব্যবহারেট জমিতে রূপান্তরিত করা সহ একাধিক অবৈধ কাজ হচ্ছে। এই কাজের সাথে ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার রত্নজিৎ দেববর্মা এবং সহকারী সিনিয়র কম্পিউটার কর্মী তাপস চৌধুরী যুক্ত রয়েছে। অতিসত্বর তাদেরকে অপসারণ করা দরকার এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা উচিত। এদিন আরও লেখেন, সিপাহীজলার ডিএম ও কালেক্টর চার্জশিট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দুইজন আধিকারিকরা ভূমি মাফিয়াদের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারলে তারা জমির রেকর্ড কারচুপির চেষ্টা করতে পারে।শ্রী রায়ের দাবি, যখন এই বিষয়টি তাঁর কাছে আসে তরিঘরি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধানসভায় কথা বলবেন। কিন্তু এই এবিষয়ে তাঁকে বিধানসভায় কথা বলতে দেওয়া হয় নি। বিধানসভা শুরু হওয়ার আগেই দফতর থেকে ওই প্রশ্ন বাদ দেওয়া নোটিশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। গোটা ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের আমলে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের বিধানসভায় কথা বলতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেকবার বিরোধীদের কন্ঠরোধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

এদিন তিনি আরো বলেন, জমি কেলেঙ্কারী ত্রিপুরার একটি বড় কেলেঙ্কারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ৮টি জেলায় ১০ হাজার কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অতিসত্বর এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করা দরকার। কোনো দুর্বলতা না থাকলে সিবিআই তদন্ত দেওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই চিঠি পৌঁছানোর পর ও এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেন নি। যাঁরাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁদেরই মুখ বন্ধ করে দিয়েছে শাসক দল বিজেপি। আর দুঃখের বিষয় যাঁরাই জমি মাফিয়াদের সাথে জড়িত তাঁরা বহাল তবিয়তে রয়েছেন। আসলে বিজেপি সরকার কালিমালিপ্ত সরকার। তাঁরা প্রত্যেকেই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। গোটা রাজ্যে কমিশনের সরকার চলছে, বলে দাবি তাঁর।

ইউনাইটেড বিএসটি-কে নকআউট করে ওপিসি কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ও পি সি-র। ব্যাটে নিরূপণ সেন চৌধুরী, বলে অর্কজিৎ রায়ের পাশে অভিজিৎ চক্রবর্তী - এই ত্রয়ীর দুরন্ত পারফরম্যান্স দলকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি পার করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত করেছে। সংশোধিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ১লা এপ্রিল তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ও পি সি, এবারকার টি-টোয়েন্টি মুখোমুখি হবে শুক্রবারের খেলায় ওল্ড প্লে সেন্টার সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড বি এস টি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার পুরোটা খেলতে পারেনি।

চার বল বাকি থাকতে ইউনাইটেড বিএসটি ২০৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে বিনায়ক মনোজ শাস্ত্রীর ৭০ রান এবং সায়ন দাসের ৫৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বল হাতে ওপিসির অর্কজিত রায় ২৫ রানে ৪টি এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী ২৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ওপিসি-র ওপেনিং জুটিতে রাহুল চন্দ্র সাহা ও নবারুণ চক্রবর্তী শুরুটা ভালো করলেও দলীয় ৪২ রানের মাথায় রাহুল এবং ৬১ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট হিসেবে নবারুণ চক্রবর্তী উইকেটের পতন ঘটলে অধিনায়ক শুভম ঘোষ, নিরুপম সেন চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বেঁধে পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। শুভম - নিরুপম জুটি অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। নিরুপম ৮১ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় ছয় রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হওয়ায় একটু আফসোস থেকে যায়।

অধিনায়ক শুভম ৭৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে একান্ন রান সংগ্রহ করে অধিনায়কোচিত দায়িত্বের পরিচয় দেয়। ইউনাইটেড বিএসটির নিতিশ কুমার সাহানি দুটি এবং সৌরভ দাস একটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে অর্কজীৎ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

তুষারের ভেলকিতে কো: ফাইনালে স্ফুলিঙ্গ ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে নকআউট শতদল

স্ফুলিঙ্গ- ২২৪ শতদল সঙ্ঘ- ১৪৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তুষার সাহা-র ভেলকি এবং রাহুল সিংয়ের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। অনেকটা অনায়াসেই পরাজিত করলো শতদল সঙ্ঘকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আযোজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট আসরে। শুক্রবার পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৮০ রানে পরাজিত করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শতদল সঙ্ঘকে। স্ফুলিঙ্গের গড়া ২২৪ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ মাত্র ১৪৪ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের তুষার সাহা ৫ টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া রাহুল সিং করেন ৭০ রান। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে প্রাথমিক ব্যর্থতার পর ২২৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রাহুল সিং ৯৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০, শচীন শর্মা ৪৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, বিজয় রায় ১৬ বল খেলে ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, অভিষেক মালাকার ৪৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং জয় কিষান সাহা ২৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান।

শতদল সঙ্ঘের পক্ষে দলনায়ক ভিকি সাহা ১৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

জবাবে খেলতে নেমে তুষার সাহা-র বাঁহাতি বিষাক্ত স্পিনের ভেকিতে কুপোকাৎ হয় পড়ে শতদল সঙ্ঘ। দল শেষ পর্যন্ত ১৪৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেবরাজ দে ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, করণ দে ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬,বিপীন কুমার শর্মা ৩৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২,মিজুনুর রহমান ৪০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং দীপজয় দেব ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন।দল অতিরিকত খাতে পায় ১৬ রান। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে তুষার সাহা ২৬ রানে ৫ টি এবং রাহুল সিং ৩৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

এনএসআরসিসি-তেরাজ্য জিমন্যাস্টিক্স আসর জমজমাট, আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা আগামীকাল শেষ হবে। সকাল ৯ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে আজ, শুক্রবার প্রথম দিনে বালক বিভাগের অনূর্ধ ১০ বছর এবং ১২ বছর বয়স ভিত্তিক দুটি বিভাগে এবং বালিকাদের অনূর্ধ ১০ বছর এবং জুনিয়র বালিকা এই দুটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুনিয়র বালিকা বিভাগে অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সুপর্ণা দেবনাথ, দোয়েল আচার্য্য ও মোনালি কর; অনূর্ধ দশ বছর বালিকা বিভাগে ভল্টিং টেবিলে ওয়াতি দেববর্মা, দীপা দে, ঈশানী দাস; আন ইভেন বারে দীপা দে, ওয়াতি দেববর্মা, অর্পিতা দাস, ব্যালেন্স বীম-এ দীপা দে, ফাল্গুনী মজুমদার, সোহানি আক্তার; ফ্লোর এক্সারসাইজে দীপা দে, সোহানি আক্তার, ঈশানি দাস যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। অনূর্ধ ১০ বালক বিভাগে ফ্লোর এক্সারসাইজে চিন্ময় চক্রবর্তী, কৌশিক ঘোষ, আয়ুস ভৌমিক; পামেল হর্সে দেবজিত পাল, বিপ্র জ্যোতি মজুমদার, আয়ুস মজুমদার এবং ভোল্টিং টেবিলে আরিয়ান নমঃ, আদ্রিরাজ সেন, বিপ্র জ্যোতি মজুমদার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান পেয়েছে। অনূর্ধ ১২ বছর বালক বিভাগে অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে দেবপ্রকাশ দেবনাথ, পিকন সরকার ও সায়ন দেবনাথ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

৩০০-র স্বপ্ন দেখা হায়দরাবাদ ২০০ পেরোল না, ৫ উইকেটে জিতে প্রতিশোধ গোয়েনার লখনউয়ের

গত বারের আইপিএলে হায়দরাবাদের মাঠে সানরাইজার্সের কাছে ১০ উইকেটে পর্যুদস্ত হয়েছিল লখনউ। ম্যাচের পর মাঠেই তৎকালীন অধিনায়ক কেএল রাহুলকে বকাঝকা করেছিলেন লখনউ মালিক সঞ্জীব গোয়েনা। সেই ঘটনার পরই লখনউয়ের সঙ্গে রাহুলের বিচ্ছেদ প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। তাই-ই হয়েছে মহা নিলামে।বছর ঘোরার পর সেই মাঠেই হায়দরাবাদকে হারিয়ে ‘প্রতিশোধ’ নিল গোয়েনার দল। সেই জয়ে অবদান রাখলেন শার্দূল ঠাকুর এবং নিকোলাস পুরান। প্রথম জন বল হাতে ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিলেন। দ্বিতীয় জন ২৬ বলে ৭০ রান করে জয়ের ভিত গড়ে দিলেন। আগে ব্যাট করে হায়দরাবাদের তোলা ১৯০/৯ স্কোর লখনউ তুলে দিল ২৩ বল বাকি থাকতে। পাঁচ উইকেটে জিতল তারা। এই আইপিএলে এটাই তাদের প্রথম জয়।বৃহস্পতিবার টসে জিতে লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন হায়দরাবাদ ৩০০ তুলে ফেলবে। যে দল আগের ম্যাচে ২৮৬ তুলেছে, যে দলে ট্রেভিস হেড, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিশনের মতো ব্যাটার রয়েছে, তাদের থেকে এমন আশা করা অন্যায়ও নয়। তবে ২০০-ও তুলতে পারেনি হায়দরাবাদ।প্রথম ওভারে শার্দূল মাত্র ছ’রান দেন। দ্বিতীয় ওভারে আবেশ খান দেন ন’রান। হায়দরাবাদের সমর্থকেরা তখন ছয় চাইছিলেন। সেই ইচ্ছাপূরণের আগেই ফেরেন অভিষেক। শার্দূলের বলে পুল মারতে গিয়ে ক্যাচ দেন পুরানের হাতে। পরের বলে ফিরে যান ঈশানও। লেগ সাইডে যে বল ছাড়লেই ওয়াইড হয়, সেটি তাঁর গ্লাভসে লেগে উইকেটরক্ষক পন্থের হাতে জমা পড়ে।শার্দূলের হ্যাটট্রিক বাঁচানোর দায়িত্ব ছিল নীতীশের উপরে। কোনও মতে সেটি বাঁচান তিনি। ইয়র্কার বল মিড অনে ঠেলে রান নেন। দলের দুই বিধ্বংসী ব্যাটার ফিরলেও থামানো যাচ্ছিল না হেডকে। আবেশের একটি ওভারে দু’টি ছয় এবং একটি চার মারেন। পাঁচ ওভারে ৫৪ উঠে যাওয়ার পর পন্থ বোলিংয়ে আনেন রবি বিশ্নোইকে।রবির প্রথম বলেই হেডের লোপ্পা ক্যাচ ফেলে দেন পুরান। তৃতীয় বলেই ছক্কা মারেন হেড। পঞ্চম বলে বোলারের দিকে শট মারেন। রবি হাত বাড়ালেও ধরতে পারেননি। ফলে একই ওভারে দু’বার হেডের ক্যাচ পড়ে। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার অবশ্য বেশি দূর এগোতে পারেননি। অষ্টম ওভারেই অখ্যাত প্রিন্স যাদবের বলে বোল্ড হয়ে যান। সেই প্রিন্সই কিছু ক্ষণ পর ফেরান হাইনরিখ ক্লাসেনকে (২৬)। নীতীশের মারা শট প্রিন্সের হাতে লেগে উল্টো দিকের উইকেট ভেঙে দেয়। ক্রিজ ছেড়ে ক্লাসেন এগিয়ে গিয়েছিলেন। রান আউট হয়ে যান।নীতীশও (৩২) ফিরে যাওয়ায় হায়দরাবাদের রান তোলার গতি কমে গিয়েছিল। তবে আগ্রাসী খেলে নিজের কাজটা করে দেন অনিকেত বর্মা। পাঁচটি ছয়ের সাহায্যে ১৩ বলে ৩৬ রান করেন। পরের দিকে নেমে প্যাট কামিন্সও (১৮) তিনটি ছক্কা মেরে রান রেট বাড়িয়ে দেন।

যদিও দুশোর গণ্ডি পেরোতে পারেনি হায়দরাবাদ। যে শার্দূল মহা নিমে দল পাননি, যাঁকে লখনউ কিনেছে মহসিন খানের পরিবর্ত হিসাবে, তিনিই চার উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছেন।বোলিং করতে নেমে শুরুতেই চমক দেয় হায়দরাবাদ। অভিষেকের হাতে বল তুলে দেন কামিন্স।

মাঝেসাঝে স্পিন করলেও ব্যাটিংয়ের মতো বোলিংয়েও যে তাঁকে সবার আগে আনা হবে সেটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। প্রথম ওভারে মাত্র তিন রান দিয়ে অধিনায়ক কামিন্সের আস্থার মান রাখেন অভিষেক।

দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই এডেন মার্করামকে (১) তুলে নেন মহম্মদ শামি। মনে হচ্ছিল কম রান নিয়েও এই ম্যাচ হেসেখেলে জিতবে হায়দরাবাদ।

প্রথম জয়ের খোঁজে হর্ষিত, আত্মবিশ্বাসী অঙ্গক্রিশ

গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের। দু’টি দলই প্রথম জয়ের খোঁজে। ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে লজ্জাজনক ভাবে হেরেছে কেকেআর। অন্য দিকে হায়দরাবাদে সানরাইজার্সের তাণ্ডবের সামনে আত্মসমর্পণ করে রাজস্থান। গুয়াহাটিতে কাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে সেটাই দেখার।

সোমবার বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে অনুশীলন করে কেকেআর। রাজস্থান দলে বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানের অভাব নেই। সি ভি বরুণ ও সুনীল নারাইনকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে বিপক্ষকে কম রানের মধ্যে আটকাতে। তাই দীর্ঘক্ষণ স্পট বোলিং করেন বরুণ ও নারাইন। হর্ষিতকে নিয়ে একটি নেটে ইয়র্কারের অনুশীলন করান বি অরুণ।

নাইট জার্সিতে প্রথম ম্যাচ হারলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতি এখনও তরতাজা হর্ষিতের। নাইটদের ওয়েবসাইটকে তিনি বলেছেন, “দেশের হয়ে প্রথম ট্রফি জেতার অনুভূতি অন্য রকম। কখনও ভুলব না।” যোগ করেন, “আমার ফোনের স্ক্রিনসেভারে ট্রফি জয়ের ছবিই রয়েছে। তবে কেকেআর প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ায় খারাপ লাগছে। গুয়াহাটিতে আশা করি প্রথম জয় পাব।”

বরুণও তাঁর ফোনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ছবি স্ক্রিনসেভারে লাগিয়ে রেখেছেন। বলেছেন, “দেশের হয়ে এত বড় জয় আবার কবে পাব জানি না। জয়ের স্মৃতি এখনও তরতাজা। কেকেআর-এর হয়েও ভাল কিছু করতে চাই।” নাইটদের ওয়েবসাইটে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অঙ্গক্রিশ রঘুবংশিও।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হেলায় হারিয়ে নকআউট ক্রিকেটের শেষ আটে ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সহজ জয় ব্লাড মাউথের। নকআউট ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে পৌছলো। খেলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে শুরু হওয়া প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ২৮.২ ওভার খেলে ১২২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথ ক্লাব ১৫ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে ব্লাড মাউথের বিক্রম কুমার দাসের ৭৬ রান এবং সেন্টু সরকারের ৩৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ঋত্বিক শ্রীবাস্তব দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। বোলিংয়ে ব্লাডমাউথের সন্দীপ সরকার ১৭ রানে ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে আটকে দিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। তাছাড়া সৌরভ দাস দুটি এবং অমিত আলী একটি উইকেট পেয়েছে।

সবচেয়ে দামি অলিম্পিক্স আয়োজন করতে রাজি ভারত, খরচ হতে পারে ৬৪ হাজার কোটি টাকা

২০৩৬ সালের অলিম্পিক্স আয়োজনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে ভারত। আনুষ্ঠানিক ভাবে আবেদনও করতে চলেছে তারা। যদি আয়োজনের দায়িত্ব পায়, তা হলে সেটি সবচেয়ে দামি অলিম্পিক্স হতে পারে। এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গোটা অলিম্পিক্স আয়োজনে খরচ করা হতে পারে সর্বোচ্চ ৬৪ হাজার কোটি টাকা।লস অ্যাঞ্জেলেসের অলিম্পিক্স আয়োজন করতে যে অর্থ খরচ করা হবে (৪৩,৬৩৩ কোটি), তার থেকেও ২০ হাজার কোটি টাকা বেশি। ভারতের অনুমান, অলিম্পিক্স আয়োজন করতে ন্যূনতম ৩৪,৭০০ কোটি টাকা খরচ করা হতে পারে।সম্প্রতি গুজরাতের গান্ধীনগরে হওয়া একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি অলিম্পিক্স আয়োজনের নীলনকশা পেশ করেছিল। সেখানে ধাপে ধাপে আয়োজনের খরচ লেখা হয়েছে। অহমদাবাদ ছাড়াও গান্ধীনগর, ভোপাল, গোয়া, মুম্বই এবং পুণেতে অলিম্পিক্সের বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করা হবে।অলিম্পিক্স আয়োজনের তথ্যে বলা হয়েছে, এখন ভারতে অলিম্পিক্স ক্রীড়ার যে পরিকাঠামো রয়েছে সেগুলির উন্নয়নে ৩০ শতাংশ অর্থ খরচ করা হবে। ৬০ শতাংশ খরচ হবে নতুন পরিকাঠামো তৈরি করতে। ১০ শতাংশ খরচ হবে সাময়িক পরিকাঠামো তৈরি করতে।আনুমানিক খরচের জন্য দু’টি আলাদা বাজেট করা হয়েছে। একটি হল আয়োজক কমিটির বাজেট, যেখানে গেমসের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় কাজকর্মের জন্য অর্থ খরচ হবে। সেটির অর্থ ১৮,৬০০ কোটি থেকে ৪১,১০০ কোটি হতে পারে। প্রতিযোগিতার আয়োজক, লোকবল, থাকার জায়গা, যাতায়াত, সাময়িক পরিকাঠামো এবং আরও কিছু কাজে এই অর্থ খরচ করা হবে।দ্বিতীয়টি এর বাইরের খরচ, যেখানে খেলা সংক্রান্ত এবং খেলা-বহির্ভূত নতুন পরিকাঠামো তৈরিতে খরচ হবে। সেই খরচ ১৬,১০০ কোটি থেকে ২২,৯০০

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্রিকেটে ইউথ জয় করল ওরিয়েন্টাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে ক্লাব লীগ সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী শুক্রবার স্থানীয় বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় ওরিয়েন্টাল ক্লাব ও ইউথ স্কয়ার ক্লাব। একদিনের এই ম্যাচে ওরিয়েন্টাল ৬ উইকেটে পরাজিত করে ইয়থ স্কয়ারকে। উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে এদিন ইয়থ স্কয়ার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনিংসে দল নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৪ রানের সাহায্যে সংগ্রহ করে ১৩৫ রান।

প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সুশান্ত দত্তর ১৯ রান ও মিডেল ওর্ডারে রাজীব মজুমদারের লড়াকু ৩২ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে ইয়থ স্কয়ার।জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে ইনিংসে বল হাতে নিয়ে তিনটি করে উইকেট পেল সুমন দাস, দেবব্রত দাস ও তাপস চৌধুরী। জবাবে জয়ের জন্য ওরিয়েন্টাল ১৩৬ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মাত্র চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১৪১ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্রাঞ্জল দেব(২৩), মিডিল ওর্ডারে তন্ময় দাস(৪৫), নীলাদ্রি ভৌমিক(১৭*) ও বিপ্লব দে এর(৩১*) হাত ধরেই এদিন সহজ জয় ছিনিয়ে নেয় ওরিয়েন্টাল। পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি উইকেট পেল রাহিল ত্রিপুরা।

এক সপ্তাহ পরে ইডেনে কলকাতার ম্যাচ, রাহানের ‘দাবি’ মেনে পিচ বদলাচ্ছে? মুখ খুললেন পিচ প্রস্তুতকারক

ইডেনের পিচ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে হারের পরই অজিঙ্ক রাহানে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন, স্পিন-সহায়ক পিচ হলে ভাল হয়। যদিও ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে তাঁর কাছে কোনও আবেদনই করা হয়নি।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী আইপিএলে কোনও দলই পিচ কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে পারে না। ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক জানিয়েছেন, তাঁর কাছে কেকেআর কোনও আবেদনও করেনি। আনন্দবাজার ডট কম-কে সুজন বললেন, “পিচ নিয়ে কেন বিতর্ক হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কেকেআর তো আমাকে কিছু বলেনি। কেমন পিচ হবে তা নিয়েও কথা হয়নি। রাহানে আমার ছেলের মতো। ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলছিল পিচ থেকে স্পিনারেরা আরও সাহায্য পেলে ভাল হয়। তবে সেটা নিছকই মজা করে।”২২ মার্চ ইডেনে খেলা ছিল। কলকাতা বনাম বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়েছিল এ বারের আইপিএল। সেই ম্যাচে হেরে যায় কলকাতা। প্রথমে ব্যাট করে কেকেআর ১৭৪ রান করেছিল। আরসিবি-র স্পিনার ক্রুণাল পাণ্ড্য নিয়েছিলেন তিন উইকেট। কেকেআরের হয়ে খেলে যাওয়া স্পিনার সূযশ শর্মা আরসিবি-র হয়ে একটি উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁদের দাপটে ১৭৪ রানে আটকে গিয়েছিল কলকাতা। আরসিবি-র স্পিনারেরা দাপট দেখালেও কেকেআরের বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারাইনেরা সে ভাবে দাগ কাটতে পারেননি।ইডেনে কলকাতার পরের ম্যাচ ৩ এপ্রিল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রয়েছে সেই ম্যাচ। বুধবার গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলেছিল কেকেআর। বৃহস্পতিবার তারা চলে যাবে মুম্বইয়ে। সেখানে সোমবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলবে কেকেআর। ওই ম্যাচ খেলে মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরবেন রাহানেরা। খেলতে নামবেন বৃহস্পতিবার। সুজন বললেন, “কেকেআর ফিরলে পিচ নিয়ে কথা বলব। যদিও তখন খুব বেশি সময় থাকবে না পিচে বদল করার জন্য।”বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে হারের পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে রাহানে বলেছিলেন, “অবশ্যই চাইব ঘরের মাঠের পিচ স্পিন-সহায়ক হোক। তবে কোনও অভিযোগ নেই। গত দু’দিন ধরে আচ্ছাদনের নীচে ছিল পিচ। আর্দ্রতা ছিল পিচে, যা খুব ভাল কাজে লাগিয়ে গেল (জস) হেজলউড। আমাদের দলের শক্তি যখন স্পিনারেরা, তখন অবশ্যই চাইব ভবিষ্যতে যেন পিচ থেকে ওরা সাহায্য পায়।”২০২৩ সালেও ইডেনের পিচ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই বছর কেকেআরের অধিনায়ক ছিলেন নীতীশ রানা। তিনিও স্পিন-সহায়ক পিচ চেয়েছিলেন। কিন্তু সুজন সেই দাবি মানতে চাননি। তিনি ইডেনের পিচ পেস সহায়কই রেখেছিলেন। ব্যাটারেরাও সাহায্য পেয়েছিলেন সে বার। একাধিক বার ২০০-র উপরে রান উঠেছিল। এ বারের পিচেও রান হবে বলে দাবি সুজনের। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে ইডেনের পিচ নিয়ে কেকেআর খুশি হতে না পারলেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আইপিএলে সেরা মাঠের পুরস্কার পেয়েছিল ইডেন।ইডেনের পিচ নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুল এবং হর্ষ ভোগলে। যদিও তাঁদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ সুজন। ডুল বলেছিলেন, “যদি পিচ প্রস্তুতকারক কথা শুনতে না চায় তা হলে কেকেআরের উচিত ইডেন থেকে কেন্দ্র সরিয়ে ফেলা। পিচ প্রস্তুতকারকের কাজ নিজের মতামত দেওয়া নয়। দলের চাহিদা মেনে কাজ করা। সেই জন্য তাকে টাকা দেওয়া হয়। মতামত দেওয়ার জন্য হয় না।” ভোগলে বলেছিলেন, “যদি আমি কেকেআরে থাকতাম, তা হলে খুব হতাশ হতাম। আমি তো ১২০ রানের পিচ চাইছি না। আমি চাইছি এমন একটা পিচ যেখানে আমার বোলারেরা ম্যাচ জেতাতে পারবে। আমি যেমন ১২০ রানের পিচ চাইছি না, তেমনই ২৪০ রানেরও পিচ চাইছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আইপিএলে প্রতিটা দল ঘরের মাঠের সুবিধা নেয়। এটা তাদের পরিকল্পনার অঙ্গ। কিন্তু কেকেআর সেটা পাচ্ছে না।” সুজন বলেন, “আমি সমাজমাধ্যমে খুব একটা সক্রিয় নই। কে কী বলছে জানি না। তবে ধারাভাষ্যকারেরা কেউ কিছু বললে সেটা নিয়ে ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। কেকেআর ফিরলে ওদের সঙ্গে কথা বলব।”

পিচ-বিতর্ক! কেকেআরকে ইডেন ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ইডেন থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হল। এই উপদেশ দিয়েছেন সাইমন ডুল। নিউ জিল্যান্ডের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার ক্ষুব্ধ ইডেনের পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়ের উপর। ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে তিনি সুজনের সমালোচনা করেন। বাদ যাননি আর এক ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলেও।ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর পিচের চরিত্র কিছুটা বদলে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। কেকেআরের অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, স্পিন সহায়ক পিচ হলে তাঁদের সুবিধা হবে। সেই আর্জি মানেননি সুজন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারও দাবি মেনে পিচ তৈরি করবেন না। তিনি যত দিন দায়িত্বে রয়েছেন তত দিন পিচ বদলাবে না। এই ঘটনা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।ডুল পরামর্শ দিয়েছেন, দরকার পড়লে ইডেন থেকে কেন্দ্র সরিয়ে নিক কেকেআর। তিনি বলেন, “যদি পিচ প্রস্তুতকারক কথা শুনতে না চায় তা হলে কেকেআরের উচিত ইডেন থেকে কেন্দ্র সরিয়ে ফেলা। পিচ প্রস্তুতকারকের কাজ নিজের মতামত দেওয়া নয়। দলের চাহিদা মেনে কাজ করা। সেই জন্য তাকে টাকা দেওয়া হয়। মতামত দেওয়ার জন্য হয় না।”কেকেআরের শক্তি স্পিন বোলিং। দলে বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারাইন, মইন আলির মতো স্পিনার রয়েছেন। গুয়াহাটির মাঠে দেখা গিয়েছে, যে পিচে স্পিনারেরা সাহায্য পাবেন, সেই পিচে কলকাতাকে হারানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ঘরের মাঠে সেই সুবিধা পাচ্ছে না তারা।আইপিএলে সব দলই নিজেদের শক্তি অনুযায়ী ঘরের মাঠে পিচ তৈরি করে। চেন্নাই সুপার কিংস প্রতি বছর চিপকে স্পিন সহায়ক উইকেট করে। আবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ নিজেদের ঘরের মাঠে ব্যাটিং সহায়ক উইকেট তৈরি করে। কিন্তু ইডেনে তা দেখা যাচ্ছে না গত কয়েক বছর। সেখানে আগে বোলারেরা কিছুটা সুবিধা পেতেন। ধীরে ধীরে তা কমছে। ব্যাটারেরা দাপট দেখাচ্ছেন। গত বার প্রায় প্রতি ম্যাচে বড় রান হয়েছে। কেকেআরের বিরুদ্ধে ২২৮, ২৬২ রানও তাড়া করেও প্রতিপক্ষ জিতেছে। সেটাই হয়তো চাইছেন না রাহানে। সেই কারণে তিনি স্পিন সহায়ক উইকেট চেয়েছেন। কিন্তু তা মানতে নারাজ সুজন।ভোগলের মতে, তিনি যদি কেকেআরে থাকতেন তা হলে পিচ প্রস্তুতকারকের এই সিদ্ধান্ত তাঁকে হতাশ করত। ভোগলে বলেন, “যদি আমি কেকেআরে থাকতাম, তা হলে খুব হতাশ হতাম। আমি তো ১২০ রানের পিচ চাইছি না। আমি চাইছি এমন একটা পিচ যেখানে আমার বোলারেরা ম্যাচ জেতাতে পারবে। আমি যেমন ১২০ রানের পিচ চাইছি না, তেমনই ২৪০ রানেরও পিচ চাইছি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আইপিএলে প্রতিটা দল ঘরের মাঠের সুবিধা নেয়। এটা তাদের পরিকল্পনার অঙ্গ। কিন্তু কেকেআর সেটা পাচ্ছে না।”

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগামী ২ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে দেশের পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ চলছেঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত গঠনে যে স্বপ্ন দেখেছেন তাতে ত্রিপুরাও আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। এবারের রাজ্যের বাজেট সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বাজেট সর্বস্পর্শি এবং প্রতিটি অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখেই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য বিধানসভায় পেশ করা বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আলোচনায় অংশ নিয়ে আরও বলেন, ত্রিপুরা ক্রমশ আত্মনির্ভর হচ্ছে। রাজ্যের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আমরা ক্রমশ বিকশিত ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করেই এবারের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জনজাতি কল্যাণ, পর্যটনের প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়নের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য নানা পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, কৃষির অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার যতদিন থাকবে ততদিন কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হবে। তিনি বলেন, আগামী ২ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে দেশের পর্যটন মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ চলছে। এই বাজেট যারা বিরোধীতা করছেন তারা রাজ্যের মানুষের আশা আকাঙ্খার বিরোধীতা করছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এই বাজেট আগামী দিনে রাজ্যবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, প্রাণীসম্পদের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছর থেকে ৫৫টি নতুন মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা হবে। এর জন্য ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডকে বামুটিয়ায় একটি নতুন দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্প তৈরীর জন্য ২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মান নিধি চালু হওয়ার পর প্রাণীপালকগণ আরও উৎসাহিত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৫ হাজার প্রাণীপালককে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। মহিলাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গরীব ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা দ্রুত গতিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

গান্ধীগ্রাম বাজারটিলা এলাকায় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: গান্ধীগ্রাম বাজারটিলা এলাকায় সিপিডব্লিউডি কোয়াটারের পেছনে জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শুক্রবার তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে যায় দমকল বাহিনী।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড গান্ধীগ্রাম বাজার টিলা এলাকায়। সি.পি.ডব্লিউ.ডি কোয়াটারের পেছনে জঙ্গলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অল্পেতে রক্ষা পেলো গান্ধীগ্রাম বাজার। আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। আগুন নিয়ন্ত্রণে ছুটে যায় দমকল বাহিনী। তবে আগুনের সূত্রপাত নিয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। দমকল কর্মীদের হস্তক্ষেপে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আগরতলা পুর নিগমের বর্ধিত এলাকাগুলিতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: আগরতলা পুর নিগমের বর্জিত এলাকাগুলিতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এই এলাকাগুলি ২০১৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজ বিধানসভায় রেফারেন্স পিরিয়ডে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের জনস্বার্থে আনা এক নোটিশের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২২ সালের পুর নির্বাচনের পর থেকে পুর নিগমের বর্ধিত এলাকাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, আমরুত, স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেট ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট ইত্যাদি প্রকল্পে রাস্তাঘাট, ড্রেইন, বিশুদ্ধ পানীয়জল, বিদ্যুৎ, শৌচালয় নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ২০.৪৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ (কংক্রিট ঢালাই, ইট সলিং, পেভার ব্লক), ১৪.৭৫ কিলোমিটার ড্রেইন নির্মাণ, ৩,৯৬২টি বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংযোগ, ৯৩টি মাঝারি নলকূপ স্থাপন, ১টি কমিউনিটি হল নির্মাণ, ১টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ, ১,৩২৯টি বৈদ্যুতিকরণ (স্ট্রিট লাইট), ২৭.৯৬ কিলোমিটার স্ট্রিট লাইট ফেইজ, ৫২৩টি রোপ লাইট ইত্যাদি। এই কাজগুলি ছাড়াও ৪৯নং ওয়ার্ডের আমতলী বাইপাসে ইউনিটি মল নির্মাণের কাজ চলছে। এরজন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়াও পুর নিগমের বর্ধিত এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছে ১২২ কোটি টাকা ঋণ চাওয়া হয়েছে।

বল খুজতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ : জঙ্গল থেকে বল খুজতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত এক ছাত্র।ওই ঘটনায় উদয়পুর গকুলপুর এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্তমানে ছাত্রটি গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে উদয়পুর এলাকা শিশুরা ক্রিকেট খেলতে মাঠে গিয়েছিল। ক্রিকেট খেলার বলটি খেলতে খেলতে চলে যায় জঙ্গলে। এখান থেকে বলটা আনতে গেলে দীপান্ত দেবনাথ (১২। সে সপ্তম শ্রেণী ছাত্র। বলটি জঙ্গল থেকে খুঁজতে গিয়ে দেখে গোলাকৃত একটি কিছু পরে রয়েছে। এটা দেখতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সাথে অন্য শিশুরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। এদিকে, ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এলাকার লোকজন সহ পরিবারের লোকজনের। তাঁরা শিশুটির বাবাকে খবর দিয়েছেন। সাথে সাথে তাঁর বাবা বিপ্লব দেবনাথ ছুটে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা শিশুটিকে শল্য বিভাগে ভর্তি করেছেন। এদিকে, খবর পেয়ে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ ছুটে গিয়েছে।

রতন লাল নাথকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্তের দাবি গণমুক্তি পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ : মন্ত্রী রতন লাল নাথকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার দাবিতে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডির কাছে চিঠি দিলো উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ।

ওই চিঠিতে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতী গণমুক্তি পরিষদের (জিএমপি) পক্ষ থেকে লেখেন, গত ২৪ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় ঘটে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বিরোধী দলনেতা শাসক দলের একজন মন্ত্রীর পরিবারকে সম্পৃক্ত করার অভিযোগে একটি দুর্নীতির মামলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন যখন মন্ত্রী রতন লাল নাথ তার জাত-জাতিগত নিগ্রহের কথা তুলে ধরে এবং তাকে হুমকি দিয়ে তার সমালোচনা করেছিলেন। ফলে সমস্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পত্রিকা বিতরকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ : গাড়ির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক পত্রিকা বিতরকের। আজ দুপুরে আমতলী থানাধীন হাঁপানিয়া এলাকায় পথচারীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মী তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আমতলী থানাধীন হাঁপানিয়া এলাকায় একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন পত্রিকা বিতরক আশিস দেব (৪৬)। সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে রাজ্য আলুবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ:২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে ত্রিপুরা আলুবীজ উৎপাদনেস্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ আশা প্রকাশ করেছেন। আজ রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের চাষিদের উৎপাদিত আলুর প্রসঙ্গে বিধানসভার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, ধানের বীজ উৎপাদনে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে। উন্নতমানের বীজ থেকে আলু উৎপাদন করে রাজ্যের চাষিরা এখন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন।এ.আর.সি. পটেটো নামে একটি উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে গড়ে কানি প্রতি ৬ হাজার কেজি আলু উৎপাদিত হচ্ছে বলে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী জানান, আকারের দিক দিয়ে আলুগুলি স্বাভাবিক আলুর তুলনায় অনেক বড়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুটি আলুর ওজন ১ কেজির উপর হয়ে যাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত এই আলু আজ একটি প্যাকেটের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার হাতে তুলে দেন।

জাইকা প্রকল্পে দুটি স্ব-সহায়ক দলের হাতে চেক তুলে দিল বন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২৮ মার্চ: এবার অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি যুবক যুবতী এবং মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষে গত কয়েক বছরে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমা বন দপ্তরের অধীনস্থ জাইকা প্রকল্প।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো বিভিন্ন জনজাতিদের স্বসহায়ক দলের হাতে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষে নগদে এক লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য তুলে দেয় গন্ডাছড়া বন দপ্তরের জাইকা প্রকল্পের শাখা। বৃহস্পতিবার মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকার দুইটি জনজাতি ভিত্তিক স্বনির্ভর দল খাকসাং এইচএসজি এবং সরমা এইচএসজি দলের হাতে এক লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন বন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

বন দপ্তরের কর্মকর্তাদের এধরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহকুমার জনজাতি যুবক যুবতী সহ মহিলারা। উক্ত চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ অফিসার কল্যাণজয় রিয়াং, সহকারী রেঞ্জ অফিসার ধর্মজয় ত্রিপুরা এবং পেট্রল অফিসার নভেন্দু ভট্টাচার্য সহ জাইকা প্রকল্পে কর্মরত বন কর্মীরা।

সব অংশের মানুষের কল্যাণে বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ: সব অংশের মানুষের কল্যাণে এবারের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। মহিলা, ছাত্রছাত্রী, যুব অংশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যই এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য বাজেটের উপর বিরোধীদের আনা ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।

বিরোধী সদস্যদের আনা ৭৩টি ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বাজেট আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিধায়কদের ধন্যবাদ জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলনে, বর্তমান সরকার দেনার দায়ে জর্জরিত বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন, এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্তরাজ্যের মোট দেনার পরিমাণ ছিল ১২,৯০৩ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাড়ায় ১৪,৭৭৯ কোটি টাকা। এভাবে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাড়ায় ২১ হাজার ৮৭৮ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বকেয়া ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে ৪৯৮ কোটি টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮৮৯ কোটি, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭৪১ কোটি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৬৫৬ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৯৯২ কোটি, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৯০৪ কোটি টাকা। তিনি জানান, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪৬৮-০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সুদ প্রদান করা হয়েছে ৮৮৬ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০১৮.৯৫ কোটি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১১২৪.৯৮ কোটি, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১২৮৪.৮১ কোটি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৩৯৮. ১৬ কোটি, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৩৭৩.৫২ কোটি এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৩৩৩.৪২ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ৮৪২০.৭৩ কোটি টাকা সুদ বাবদ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থ বছর গুলিতে ঋণ পরিশোধ এবং সুদ দেওয়া হয়েছে ১৩ ১০০.৭৩ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার গত দুটি অর্থ বছরে (২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪) কোন ধরণের ওপেন মার্কেট বরোইং করেনি। রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য সম্প্রতি ষোড়শ অর্থ কমিশনও রাজ্য সরকারকে বাহবা জানিয়েছে।

বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ : ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন তিপরা মথার বিধায়ক পল ডাংশু। পাশাপাশি। এই বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

তিনি বিধানসভায় বলেন, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম ও মণিপুর-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইতোমধ্যেই কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়মিতকরণ করা হয়েছে এবং তারা গ্রেড পে-সহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। বিধায়কের মতে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করা হলে সিএইচও -দের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে এবং স্বাস্থ্য খাতে তাদের ভূমিকা আরও সুসংহত হবে। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে থাকা সিএইচও -রা স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিশেষত, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃ ও

লক্ষাধিক টাকার চোরাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ মার্চ: উত্তর জেলায় বন মাফিয়াদের তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই জেলার কোথাও না কোথাও কাঠ পাচারের সময় বন দফতরের হানায় ধরা পড়ছে গাড়িসহ চেরাই কাঠ। আর এর অধিকাংশই কদমতলা থানা এলাকার বিভিন্ন চোরা পথ ধরে রাতের আঁধারে চলে যাচ্ছে আসামে। কোন কোন সময় বন দপ্তরের অভিযানে গাড়ি সহ কাঠ আটক হচ্ছে।

বৃহস্পতিবারও রাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ধর্মনগর মহকুমা বন আধিকারিক ও ধর্মনগর রেঞ্জারের গোপন খবরের ভিত্তিতে একটি ডিআই গাড়ির পিছু ধাওয়া করে মহকুমার আনন্দ বাজার এলাকা থেকে কুড়ি লক্ষ টাকার কাঠের চৌ টিম্বার সহ গাড়িটিকে আটক করেন বন কর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধর্মনগর মহ কুমা বন আধিকারিক অশোক কুমার ও রেঞ্জার সুপ্রিয় দেবনাথের কাছে গোপন খবর আসে উক্ত এলাকা হয়ে গাড়ি বোঝাই অবৈধ কাঠ পাচার হবে।সেই খবরের ভিত্তিতে দলবল নিয়ে আনন্দ বাজার এলাকায় অভিযান চালান বন কর্তারা।তখন এএস১১ ইসি-০৪৫৩ নম্বরের একটি টাটা ডিআই গাড়ি আসলে গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে বন কর্মীরা।তখন ডিআই গাড়িটি আনন্দ বাজার -তিলথৈ সড়ক ধরে এগোতে থাকে। পরে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। এদিকে ধর্মনগর মহকুমা বন আধিকারিক অশোক কুমার জানান, ডিআই গাড়ি থেকে মোট একশো ফুট কাঠের চৌ টিম্বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টাকা হবে। তবে চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। এমর্মে বন আইনে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হবে। বর্তমানে চৌ টিম্বার বোঝাই ডিআই গাড়িটি মহকুমা বন আধিকারিকের অফিসেই হয়েছে। অপরদিকে বন কর্মীদের কাঠ বিরোধী অভিযানের সময় প্রায় কুড়ি জনের একটি দল বাইক নিয়ে বন কর্মীদের পিছু ধাওয়া করে। যদিও বন কর্মীদের সামনাসামনি হতে সাহস দেখায়নি ওই দলটি। এতে এক প্রকার নিশ্চিত যে এই কাঠ পাচারের পেছনে সক্রিয় প্রভাবশালী চক্র রয়েছে।

তিনদিনব্যাপী নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ মার্চ: জাতীয় নাট্য উৎসব উপলক্ষে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী নাট্য উৎসব। ২৭শে মার্চ জাতীয় নাট্য উৎসব উপলক্ষে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর রেনেসাঁ নাট্য সংস্থার দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মন্ত্রক ভারত সরকার এর সহযোগিতায় ৩ দিনব্যাপী নাট্য উৎসব রঙ্গ পরব শুরু হয়েছে।

প্রথম দিনে অর্থাৎ ২৭শে মার্চ প্রথম নাটক 'নূপুর মাঝির বৈঠা' পাথারকান্দি নাট্য সংস্থা, দ্বিতীয় নাটক 'আর্থ ফাস্ট অলওয়েজ' কৈলাসহর শিশু নিকেতন নাট্য সংস্থা। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৮শে মার্চ প্রথম নাটক 'যশমোতি'ধর্মনগর নাট্য সংস্থা, দ্বিতীয় নাটক 'দ্যা গ্রেট এসকেপ' আগরতলা নাট্য সংস্থা। শেষ দিন অর্থাৎ ২৯ শে মার্চ প্রথম নাটক 'তিন পুতুলের গল্প'শিলচর নাট্য সংস্থা, দ্বিতীয় নাটক 'ওয়ান ফ্রাইডে মর্নিং কলকাতা নাট্য সংস্থা। সাথে থাকছে প্রতিদিন পন্য সামগ্রী নিয়ে শান্তিনিকেতনের মেলা।

এই নাটক শুরুর প্রথমেই অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর একটি গাছের চারায় জল দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন নাট্য ব্যক্তিত্ব সমীর ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ আশ্রমে সম্পাদক স্বামী গিরিজানন্দ মহারাজী, কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিল এর চেয়ারপারসন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ভাইস-চেয়ারম্যান নীতিশ দে ,নাট্য ব্যক্তিত্ব অসীম চক্রবর্তী, অরিন্দম চক্রবর্তী, মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার সহ অন্যান্যরা।

২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে ত্রিপুরা আলুবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ:২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে ত্রিপুরা আলুবীজ উৎপাদনেস্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ আশা প্রকাশ করেছেন। আজ রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের চাষিদের উৎপাদিত আলুর প্রসঙ্গে বিধানসভার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, ধানের বীজ উৎপাদনে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই দারুণ সাফল্য দেখিয়েছে। উন্নতমানের বীজ থেকে আলু উৎপাদন করে রাজ্যের চাষিরা এখন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। এ.আর.সি. পটেটো নামে একটি উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে গড়ে কানি প্রতি ৬ হাজার কেজি আলু উৎপাদিত হচ্ছে বলে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী জানান, আকারের দিক দিয়ে আলুগুলি স্বাভাবিক আলুর তুলনায় অনেক বড়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুটি আলুর ওজন ১ কেজির উপর হয়ে যাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত এই আলু আজ একটি প্যাকেটের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার হাতে তুলে দেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ওয়ার্কার নিয়োগকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ, সমস্যা সমাধানে বৈঠক আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ মার্চ: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের গোবিন্দ বাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ওয়ার্কার নিয়োগকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাসহর গোবিন্দপুর এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওয়ার্কার নিয়ে সরব হলেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বিগত বেশ কিছু বছর ধরে উক্ত কেন্দ্রটি মর্জি মাফিক চালাচ্ছেন ওয়ার্কার। কচিকাঁচাদের রীতিমতো পরিষেবা দেওয়া হয় না। এ নিয়ে একাধিকবার দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হলেও কোন সুরাহা হয়নি। সাময়িক দু মাসের জন্য ওই একই এলাকার বাসিন্দা পিংকি পাল দাস নামে একজন মহিলাকে ওয়ার্কার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। উনার মেয়াদ আগামী এপ্রিল মাসের ১ তারিখ শেষ হয়ে যাবে।

শুক্রবার সকাল বেলা উক্ত কেন্দ্রে পুনরায় বৈঠক বসে এলাকাবাসীদের নিয়ে। এলাকাবাসীদের দাবি পিংকি পাল দাসকে ওয়ার্কার হিসাবে বহাল রাখা হোক এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। বর্তমান ওয়ার্কার সুষ্ঠুভাবে কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। যদি পুনরায় পূর্বের ওয়ার্কার উক্ত কেন্দ্রে এসে যোগ দেয় তাহলে এলাকাবাসীরা সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেবে। পাশাপাশি শিশুদের সেখান থেকে অন্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবে বলে হুশিয়ারি দেয়।এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ঊনকোটি জেলার আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, কৈলাসহর পুরপরিষদের ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপক রায়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা এলাকাবাসীদের আশ্বাস দেন তিনি উক্ত বিষয়টি দেখবেন। পাশাপাশি উনার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। আগামী দুদিনের ভেতর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

কুমারী, মধুতি, রুপশ্রী- র ৭৭ তম শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মার্চ:তিন বীরাঙ্গনা কুমারী, মধুতি, রুপশ্রী- র ৭৭ তম শহীদান দিবসে শ্রদ্ধা জানালো সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব। শুক্রবার আগরতলার মেলার মাঠ রাজ্য কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

১৯৪৯ সালের ২৮ মার্চ আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন তিনবিরঙ্গনা কন্যা কুমারী মধুতি রুপশ্রী। আজ তাদের ৭৭ তম শহীদান দিবস। আগরতলার মেলার মাঠে সিপিআইএমের রাজ্য কার্যালয় সহ রাজ্যের সর্বত্রই দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। মেলার মাঠে তিন বীরাঙ্গনা কন্যার শহীদান দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তিন বীরাঙ্গনা কন্যার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন শহীদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব প্রধান কার্যালয় ভবন তৈরি হতে চলেছে

আগরতলা, ২৮ মার্চ।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মক্ষমতা এবং অবকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের অংশ হিসেবে, ত্রিপুরা সরকার ব্যাংকের নিজস্ব প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য একটি জমি বরাদ্দ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি ব্যাংকের পরিষেবা উন্নত করার এবং অঞ্চলে এর উপস্থিতি জোরদার করার চলমান প্রচেষ্টার অংশ। নতুন প্রধান কার্যালয় নির্মাণ ব্যাংকের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে, এর কার্যক্রম এবং কর্মীদের জন্য একটি অত্যাধুনিক কর্মক্ষেত্র প্রদান করবে। এটি ব্যাংকের কার্যকারিতাকে আরও সুগম করবে, গ্রাহকদের কাছে এটি আরও সহজলভ্য করবে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তুলবে। নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, এবং ব্যাংক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবনটি সম্পন্ন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন প্রধান কার্যালয় কেবল ব্যাংকের প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না বরং অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নেও অবদান রাখবে।

এই উন্নয়ন ত্রিপুরার জনগণের সামগ্রিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে, উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি আধুনিক এবং দক্ষ স্থান তৈরি করবে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ত্রিপুরার গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ। নতুন প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির স্পষ্ট প্রতিফলন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas